রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১৭ সনের ১৯ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ১১, ২০১৭

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৮১—৩২০
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭৭৩—৮৩০
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০৫—১০৭
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকরি কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৮৩—৬৩৪
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলীসম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

উর্ধ্বতন নিয়োগ-২ শাখা

শোক বার্তা

তারিখ, ৩০ ফাল্গুন ১৪২৩/১৪ মার্চ ২০১৭

নং ০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.০২২.১৭-২৩৬—ধর্ম মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়ের উপ-ওয়াকফ প্রশাসক (উপসচিব) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম (পরিচিতি নং-৫৪৪৫) ১৪-০৩-২০১৭ তারিখ সকাল ০৯:০০ ঘটিকায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বারডেম হাসপাতাল, ঢাকায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি..... রাজিউন)।

২। মরহুম মোঃ নজরুল ইসলাম ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ তারিখে মানিকগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৬ জানুয়ারি ১৯৯১ তারিখে বিসিএস(প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। তিনি গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৯ তারিখে সরকারের উপসচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালনের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষে উপ-ওয়াকফ প্রশাসক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

৩। মরহুম মোঃ নজরুল ইসলাম দীর্ঘ চাকরি জীবনে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ন, দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও সদালাপী কর্মকর্তা ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ০১ কন্যা ও ০১ পুত্রসহ আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মরহুম মোঃ নজরুল ইসলাম এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তার রুহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং মরহুমের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ, ৬ মার্চ ২০১৭

নং বিচার-৭/২এন-৫১/৭৭-২১১—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোহাম্মদ আজিজুল হক, পিতা মোহাম্মদ আমিনুল হক, মাতা-মোছাম্মৎ উম্মে কুলছুম, গ্রাম বরকল ডাঃ মতিন বাড়ী, ডাকঘর-ইসলামাবাদ, উপজেলা-চন্দনাইশ, জেলা চট্টগ্রাম।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ উপজেলার ০৪ নং বরকল ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতিবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ, ৮ মার্চ ২০১৭

নং বিচার-৭/২এন-০৪/২০০১-২৩২—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, পিতা-মোঃ ওসমান গণি সরদার, মাতা- মোছাঃ ফাতেমা খাতুন, গ্রাম- বেউলা, ডাকঘর-পাইথালী, উপজেলা-আশাশুনি, জেলা- সাতক্ষীরা।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার ২নং বুধহাটা ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

জি, এম, নাজমুছ শাহাদাৎ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

প্রশাসন শাখা-৫

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩০ ফাল্গুন ১৪২৩/১৪ মার্চ ২০১৭

নং ২৫.০১৮.০০৫.০০২.০০.০৩০.২০১৫/৯০—যেহেতু, জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ, উপ সহকারী প্রকৌশলী(ই/এম) গণপূর্ত ই/এম কারখানা বিভাগ, ঢাকায় কর্মরত অবস্থায় ২-২-২০১৪ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের একটি কোম্পানিতে চাকরির জন্য ০৩(তিন) বৎসরের লিয়েন মঞ্জুরের আবেদন করেন। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় হতে ১৬-৪-২০১৪ তারিখে তার লিয়েন এর আবেদন না-মঞ্জুর করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা লিয়েন মঞ্জুর না হওয়া সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে বিদেশ গমন করেন এবং ১০-৭-২০১৪ তারিখ হতে ধারাবাহিকভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। সে কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (বি) ও (সি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ২৬-৪-২০১৬ তারিখের ২৫.০১৮.০০৫.০০২.০০.০৩০.২০১৫-৭৪ নম্বর স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী রেজিস্টার্ড উইথ এডি যোগে অভিযুক্তের স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর কোন জবাব দাখিল করেননি এবং ডাক বিভাগ হতে অভিযুক্তের ঠিকানায় প্রেরিত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী "প্রাপক দেশের বাহিরে থাকায় ফেরত" মন্তব্যসহ ফেরত পাওয়া যায়। ন্যায় বিচারের স্বার্থে সুষ্ঠু তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য মোসাঃ সুরাইয়া বেগম (পরিচিতি নম্বর-৬৭৪৫), উপ সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে বলে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলার নথি, তদন্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪এর উপবিধি (৩) এর (ডি) অনুযায়ী "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) গুরুদন্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে একই বিধিমালার বিধি ৭ এর উপবিধি (৬) অনুযায়ী অভিযুক্তকে ২৯-৯-২০১৬ তারিখের ২৫.০১৮.০০৫.০২.০০.০৩০.২০১৫-৩৪৩ নম্বর স্মারক মোতাবেক দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশেরও কোন জবাব দাখিল করেননি;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেননি, তাই তার বিরুদ্ধে "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) গুরুদন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত বহাল রেখে বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৭ এর উপবিধি (৭) মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের নিকট মতামত চাওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ কে "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) গুরুদন্ড আরোপের প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করে;

সেহেতু, জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ, উপ সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম) কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (বি) ও (সি) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন" এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হলো এবং একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ডি) অনুযায়ী "চাকরি হতে বরখাস্ত" (Dismissal from service) করা হলো।

এ আদেশ জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ এর বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিতির তারিখ ১০-৭-২০১৪ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব।

[একই স্মারক ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত]
দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশাসন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪ ফাল্গুন ১৪২৩/০৮ মার্চ ২০১৭

নং ৫১.০০.০০০০.৩১০.০৬.০০২.১৭-৩৩—ঘুর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)/প্রস্তাবিত ঘুর্ণিঝড় প্রস্তুতি ব্যবস্থাপনা কার্যালয় (সিপিএমও) এর স্ট্যান্ডিং সাব-কমিটি নির্দেশক্রমে নিম্নরূপভাবে পুনগঠন করা হলোঃ

আহ্বায়ক

(১) অতিরিক্ত সচিব(সিপিপি/সিপিএমও), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) যুগ্মসচিব (দুব্যপ্র), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

(৩) বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি কর্তৃক মনোনীত ১ জন প্রতিনিধি

(৪) অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১ জন প্রতিনিধি (উপসচিব পদমর্যাদার নীচে নয়)

সদস্য-সচিব

(৫) পরিচালক (প্রশাসন), সিপিপি/সিপিএমও

২। গঠিত স্ট্যান্ডিং সাব-কমিটি ঘুর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)/প্রস্তাবিত ঘুর্ণিঝড় প্রস্তুতি ব্যবস্থাপনা কার্যালয় (সিপিএমও) এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আর্থিক, পদোন্নতি, চাকরি স্থায়ীকরণ, শূন্যপদে নিয়োগ ও অন্যান্য প্রশাসনিক বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা অনুমোদনের জন্য বাস্তবায়ন বোর্ড এ উপস্থাপন করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জুলেখা সুলতানা
যুগ্মসচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় (শাখা-১)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ ফাল্গুন ১৪২৩/০৫ মার্চ ২০১৭

নং শিম/শা:১৮/১০বা:উ:বি:-৪/৯২/৮৫—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ এর ১২(১) ধারা অনুযায়ী এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড.এম.এ. মান্নান, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকাকে দ্বিতীয় মেয়াদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন :

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে তার নিয়োগের মেয়াদ ৪(চার) বছর হবে। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজন মনে করলে এর পূর্বেই এ নিয়োগাদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) ভাইস-চ্যান্সেলর পদে তিনি তার বর্তমান পদের সমপরিমাণ বেতন ভাতাদি পাবেন;

(গ) তিনি বিধি অনুযায়ী পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন;

(ঘ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে সার্বক্ষণিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অবস্থান করবেন;

(ঙ) এ নিয়োগাদেশ তার পূর্বের মেয়াদ উত্তীর্ণের পর যোগদানের তারিখ হতে কার্যকর হবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের আদেশক্রমে

আবদুস সাত্তার মিয়া
সহকারী সচিব (স.বি.-১)।

অধিশাখা-৭ (কলেজ-২)

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২২ ফাল্গুন ১৪২৩/০৬ মার্চ ২০১৭

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০২২.১৬-১৭৮—যেহেতু, বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ এনামুল হাই (এফ.সি.এস), প্রাক্তন উপপরিচালক (বিশেষ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা (সহযোগী অধ্যাপক (হিসাববিজ্ঞান), বান্দরবান সরকারি কলেজ, (বান্দরবান) এর বিরুদ্ধে যশোর জেলাস্থ সদর উপজেলাধীন উপশহর আলীম মাদ্রাসার নিয়োগে অনিয়ম ও বিভিন্ন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত কারন দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করে ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন। গত ৩০-১০-২০১৬ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। শুনানিকালে তিনি অভিযোগের বিপক্ষে যুক্তিসংগত কারন ও যথাযথ তথ্য/উপাত্ত উপস্থাপন করতে সক্ষম হননি। পরবর্তীতে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তদন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ না হওয়ায় অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ এনামুল হাই এর ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত জবানবন্দি এবং আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে বিভাগীয় মামলা হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০২৮.১৩-১৮১—যেহেতু, বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মোঃ রেজাউল মোবারক (০১১০৩৮), প্রভাষক (হিসাববিজ্ঞান), সরকারি সা'দত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল গত ৮-৩-২০১১ তারিখ হতে ৭-৬-২০১১ তারিখ পর্যন্ত ৯০(নব্বই) দিনের বহি:বাংলাদেশ ছুটি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। উক্ত ছুটি শেষ হওয়া সত্বেও তিনি অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) মোতাবেক "অসদাচরণ" ও "ডিজারশন" এর অভিযোগে তাকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি নোটিশের জবাব প্রদান করেননি। অত:পর বিধি অনুযায়ী তদন্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তদন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয় এবং তাকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশটি প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশটি অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্থায়ী ঠিকানা ও বর্তমান কর্মস্থল ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত ঠিকানায় না থাকায় দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ ফেরত আসে;

যেহেতু, জনাব মোঃ রেজাউল মোবারক এর আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনান্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(সি) অনুযায়ী "চাকরি হতে অপসারণ" (Removal from service) করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন একমত পোষণ করে এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি সম্মতি জ্ঞাপন করেন;

সেহেতু, জনাব মোঃ রেজাউল মোবারক (০১১০৩৮), প্রভাষক (হিসাববিজ্ঞান), সরকারি সা'দত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইলকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(সি) অনুযায়ী "চাকরি হতে অপসারণ" (Removal from service) করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহরাব হোসাইন
সচিব।

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
আইন-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১১ ফাল্গুন ১৪২৩/২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১০.১৭-৭১—নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম থানার মামলা নং-২২, তারিখ ১৯-৯-২০১৬ খ্রি: ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১৩) এর ৬(২)(ঈ)। গত ১৮-৯-২০১৬ খ্রি: তারিখ নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম থানাধিন বনপাড়া মালিপাড়া নামক স্থানে গুনাইহাটি ইসলামপুর ফাজিল মাদ্রাসার ভিতরের মাঠে ১নং আসামি মোঃ- জাহিদুল ইসলাম (৫৫), পিতা মৃঃ ওজাল শেখ ও অন্যান্য আসামীগণ সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে সরকার/প্রজাতন্ত্রের জনসাধারণের ক্ষতি সাধন এবং সরকার বিরোধী ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম সংঘটনের জন্য ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনার সাথে জড়িত বলে পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১২ ও সংশোধনী-২০১৩) এর ধারা ৪০ উপ-ধারা(২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০১.১৭-৭২—ডিএমপি, ঢাকার আশুলিয়া থানার মামলা নং-১৪, তারিখ ০৯-১১-২০১৫ খ্রি: ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১৩) এর ৬(২)(ঈ)(উ)/১০/১২। গত ০৮-১১-২০১৫ খ্রি: ডিএমপি, ঢাকার আশুলিয়া থানাধিন পাথালিয়া ইউনিয়নস্থ সিন্ধুরিয়া সাকিনে দারুল ইসলাম ফাজিল মাদ্রাসার উত্তর পাশে ২য় তলা ভবনে আসামী এরশাদ খান (৩২), পিতাঃ-হাজী মোঃ সোনা মিয়াসহ অন্যান্য আসামীগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত আলামত-বই, ককটেল সদৃশ বোমা ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা ষড়যন্ত্র মূলকভাবে জনসাধারণের মধ্যে আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার বা দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির লক্ষ্যে বিস্ফোরক দ্রব্য ও অন্যান্য আলামত নিজ হেফাযতে রাখার এবং অপরাধ সংঘটনে ষড়যন্ত্র ও অপরাধ সংঘটনে সাহায্য ও সহায়তার অপরাধে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১২ ও সংশোধনী-২০১৩) এর ধারা ৪০ উপ-ধারা(২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০১.১৭-৭৩—ডিএমপি, ঢাকা উত্তরা পূর্ব থানার মামলা নং-০৪, তারিখ ১২-০৫-২০১৬ খ্রি: ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১৩) এর ৬(২)(অ)(আ)(ই)(ঈ)(উ)/১১/১২ তৎসহ বিস্ফোরক উপাদানাবলী আইন ১৯০৮(সংশোধন আইন-২০০২) এর ৪(খ) । গত ১২-০৫-২০১৬ খ্রি: তারিখ ডিএমপি, ঢাকার উত্তরা পূর্ব থানাধিন ৬নং সেক্টরস্থ রোড নং-১৩, বাড়ী নং-৩৩, এলপিএস স্কুলের সামনে পাকা রাস্তার উপর আসামী মোঃ মেজবাউল হক (৩৪) পিতা মোঃ আঃ মোতালেবসহ অন্যান্য আসামীগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত জব্দ কৃত আলামত (ককটেল ও অন্যান্য) পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীগণ জামায়াতে ইসলামী কর্তৃক ডাকা হরতালে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে সরকারকে অস্থিতিশীল করা জনগনের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করা, স্বাভাবিক কাজে বিরত রাখতে বাধ্য করা, জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করা, হত্যা গুরুতর জখম, ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির ক্ষতি করার প্রচেষ্টা, ষড়যন্ত্র করে পরস্পর সহযোগিতায় এর উদ্দেশ্য সাধন কল্পে বিস্ফোরক দ্রব্য ককটেল প্রস্তুত ও দখলে রাখার অপরাধে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১২ ও সংশোধনী-২০১৩) এর ধারা ৪০ উপ-ধারা(২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৪.১৭-৭৪—ঠাকুরগাঁও জেলার সদর থানার মামলা নম্বর-১৯, তারিখ ১১-০৬-২০১৬ খ্রিঃ ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১৩) এর ৬(২) এর (ঞ)/৯(৩)/১০/১২/১৩। গত ১১-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ ঠাকুরগাঁও জেলার সদর থানাধীন কিসমত তেওয়ারীগাও আসামীর বসতবাড়ীতে আসামী মোঃ লুৎফর রহমান (৫৭), পিতা-মৃত মহির উদ্দীন ও অন্য আসামীর নিকট থেকে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত-জিহাদী বই ও অন্যান্য কাগজপত্র পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীগণ প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করার উদ্দেশ্য যড়যন্ত্র/সহায়তা/প্ররোচিত করে নিষিদ্ধ সত্ত্বাকে সমর্থন বা উহার কর্মকান্ডকে গতিশীল, অপরাধ সংঘটনের যড়যন্ত্র, সহায়তা ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্ররোচিত করার অপরাধে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১২ ও সংশোধনী-২০১৩) এর ধারা ৪০ উপ-ধারা(২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৩.১৪-৭৫—নাটোর জেলার গুরুদাসপুর থানার মামলা নম্বর-২৩, তারিখ ৩০-০৮-২০১৬ খ্রিঃ ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১৩) এর ৬(২) (ঈ)। গত ৩০-০৮-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ নাটোর জেলার গুরুদাসপুর থানাধীন চাঁচকৈড় পুরান পাড়া জনৈক মোঃ আঃ খালেক মোল্লা এর বাড়ির সামনে ফাঁকা খোলান স্থানে আসামীরা জামাত শিবিরের নেতাকর্মী হয়ে যুদ্ধপরাধী মীর কাশেমের বিচার বানচাল করার জন্য সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের ব্যক্তি ও সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করার অপরাধে লিপ্ত রয়েছে মর্মে পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১২ ও সংশোধনী-২০১৩) এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৩.১৪-৭৬—নাটোর জেলার নলডাঙ্গা থানার মামলা নম্বর-০৩, তারিখ ০৫-০৯-২০১৬ খ্রিঃ ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১৩) এর ৬(২) (ঈ)। গত ০৫-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ নাটোর জেলার নলডাঙ্গা থানাধীন ছাতারভাগ গ্রামস্থ ১নং আসামী মোঃ জিয়াউল হক @ জিয়া ও ২নং আসামী মোঃ ইউনুস আলীর বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে একটি মেহগনি বাগানে আসামীরা জামাত শিবিরের নেতাকর্মী হয়ে যুদ্ধাপরাধী মীর কাশেমের বিচার বানচাল করার জন্য সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের ব্যক্তি ও সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করার অপরাধে লিপ্ত রয়েছে মর্মে পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১২ ও সংশোধনী-২০১৩) এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৩.১৪-৭৭—নাটোর জেলার লালপুর থানার মামলা নম্বর-৩৮, তারিখ ৩০-০৮-২০১৬ খ্রিঃ ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১৩) এর ৬(২) (ঈ)। গত ৩০-০৮-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ নাটোর জেলার লালপুর থানাধীন নুরুল্লাপুর সাকিনস্থ ১নং আসামী মোঃ আমিরুল ইসলাম (২৬), পিতা মোঃ আমজাদ হোসেন এর বসত বাড়িতে আসামীগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা ছাত্র শিবিরের নেতা কর্মী সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের ব্যক্তি ও সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করার অপরাধে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১২ ও সংশোধনী-২০১৩) এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৯.১৭-৭৮—সিএমপি, চট্টগ্রাম এর পাহাড়তলী থানার মামলা নম্বর-১১, তারিখ ২৪-০২-২০১৫ খ্রিঃ ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১২) এর ১১। গত ২৪-০২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ সিএমপি, চট্টগ্রাম এর পাহাড়তলী থানাধীন সাগরিকা স্টেডিয়াম রোড, পাঠানপাড়া (গরু বাজার সংলগ্ন) অবস্থিত গাউছুল আজম স্টোরের সম্মুখস্থ পাকা রাস্তার উপর আসামী মোঃ নেওয়াজ (২২), পিতা মোঃ সাহাবুউদ্দিন এর নিকট থেকে প্রাপ্ত জব্দ কৃত আলামত পেট্রোল বোমা, পেট্রোল ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীগণ সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের উদ্দেশ্যে জনগণের জানমাল এবং যানবাহনের ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে অপরাধ সংঘটনের প্রচেষ্টার অপরাধে লিপ্ত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১২ ও সংশোধনী-২০১৩) এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

তারিখ, ১৮ ফাল্গুন ১৪২৩/০২ মার্চ ২০১৭

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০২.১৭-৮৯—ঢাকা জেলার আশুলিয়া থানার মামলা নম্বর-১১, তারিখ ১০-১২-২০১৫ খ্রিঃ ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১৩) এর ১০/১২। গত ০৯-১২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ ঢাকা জেলার আশুলিয়া থানাধিন দক্ষিণ গাজীরচট আয়নাল মার্কেট নুরজাহান ফাউন্ডেশন স্কুল এর ভিতর মাঝের রুমে আসামী মোঃ বোরহান উদ্দিন (৪২), পিতা রফিকুল ইসলামসহ অন্যান্য আসামীগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত জব্দ কৃত আলামত বিভিন্ন প্রকার জিহাদী বই, ল্যাপটপ, কম্পিউটার ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে যড়যন্ত্রমূলকভাবে জনসাধারণের মধ্যে আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির লক্ষ্যে ও রাষ্ট্রের অখন্ডতা, নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট করার জন্য অপরাধ সংঘটনের যড়যন্ত্র, সাহায্য ও সহায়তার অপরাধে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১২ ও সংশোধনী-২০১৩) এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০২.১৭-৯০—ঢাকা জেলার আশুলিয়া থানার মামলা নম্বর-১৯, তারিখ ১২-০৬-২০১৬ খ্রি: ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১৩) এর ৬(২)/১০/১২। গত ১২-০৬-২০১৬ খ্রি: তারিখ ঢাকা জেলার আশুলিয়া থানাধিন দারুল ইসলাম ফাজিল মাদ্রাসা, সিন্ধুরিয়া, পাথালিয়া, আশুলিয়া, ঢাকায় আসামী মোঃ আমির হামজা (৩২), পিতা মৃত হাশেম আলীসহ অন্যান্য আসামীগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত দাহ্য পদার্থ ও চাপাতি ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে জনসাধারণের মধ্যে আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির লক্ষ্যে ও রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা, নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট করার জন্য অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র ও অপরাধ সংঘটনে সাহায্য ও সহায়তার অপরাধে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১২ ও সংশোধনী-২০১৩) এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০২.১৭-৯১—ঢাকা জেলার আশুলিয়া থানার মামলা নম্বর-০৭, তারিখ ০৮-০১-২০১৬ খ্রি: ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১৩) এর ১০/১২। গত ০৭-০১-২০১৬ খ্রি: তারিখ ঢাকা জেলার আশুলিয়া থানাধিন ঘোষবাগ ইটখোলা বাসস্ট্যান্ডে পাকা রাস্তার উপর আসামী মোঃ লিটন ফারাজী (২৪), পিতা আ: কুদ্দুসসহ অন্যান্য আসামীগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত-ককটেল, মোবাইল সেট, বই ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীগণ পরস্পর যোগসাজসে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে জনসাধারণের মধ্যে আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির লক্ষ্যে ও রাষ্ট্রের অখন্ডতা, নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট করার অপরাধ সংগটনের ষড়যন্ত্র, সাহায্য ও সহায়তার অপরাধে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১২ ও সংশোধনী-২০১৩) এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১১.১৭-৯২—সিলেট জেলার এয়ারপোর্ট থানার মামলা নম্বর-১২, তারিখ ১২-০৫-২০১৫ খ্রি: ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১৩) এর ৬/৮/৯/১৩। গত ১২-০৫-২০১৫ খ্রি: তারিখ সিলেট জেলার এয়ারপোর্ট থানাধিন দস্তিদার দিঘীর (নুরানী দিঘী) দক্ষিণপার সংলগ্ন পাঁকা রাস্তার উপর সংঘটিত হত্যাকান্ডে জড়িত আসামীগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত স্টিক, রক্তাক্ত কাপড়, মোবাইল, বই, সীম ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীগণ নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠনের এজেন্ডা অনুযায়ি পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্লগার অনন্ত বিজয় দাসকে হত্যা, জঙ্গী সংগঠন সমর্থন এবং নিষিদ্ধ সত্তার সদস্য হয়ে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্ররোচিত করার অপরাধে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১২ ও সংশোধনী-২০১৩) এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মমতাজ উদ্দিন
উপসচিব।

[একই স্মারক ও তারিখের স্থলাভিষিক্ত]
রাজনৈতিক-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১১ ফাল্গুন ১৪২৩/২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

বিষয়ঃ **অমর একুশে গ্রন্থ মেলায় 'ব-দ্বীপ' প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত 'ইসলাম বিতর্ক' নামক গ্রন্থে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), মুসলমান এবং ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অবমাননাকর বক্তব্য প্রকাশ সংক্রান্ত পুস্তকটির কপি প্রত্যাহার/বাজেয়াপ্তকরণ সংক্রান্ত।**

নং পুস্তক-০৩(২)/২০১০(রাজ-৩)/১১৬—'ব-দ্বীপ' প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত (শামসুজ্জোহা মানিক কর্তৃক সম্পাদিত, ৬৩ কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স, ২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাটাবন, ঢাকা) 'ইসলাম বিতর্ক' নামক গ্রন্থে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), মুসলমান এবং ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অবমাননাকর বক্তব্য প্রকাশ করায় পুস্তকটির সকল কপি এতদ্বারা বাজেয়াপ্ত, প্রত্যাহার ও নিষিদ্ধকরণ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনোয়ারা ইশরাত
উপসচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
উর্ধ্বতন নিয়োগ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৭ চৈত্র ১৪২৩/২১ মার্চ ২০১৭

নং ০৫.০০.০০০০.১৩১.০০.১৩৪.১২.২৫৪—যেহেতু, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান (পরিচিতি নং-৪৮৪২), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ০৮-০১-২০১৭ তারিখে ঘুষ গ্রহণকালে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কর্তৃক গ্রেফতার হয়েছেন;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে খিলগাঁও (ডিএমপি) থানায় ০৮-০১-২০১৭ তারিখের ১০ নং মামলা রুজুর পরিপ্রেক্ষিতে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান-কে বি.এস.আর. পার্ট-১ এর ৭৩ নং বিধির নোট-২ অনুযায়ী ফৌজদারী অভিযোগে গ্রেফতারের তারিখ অর্থাৎ ০৮-০১-২০১৭ তারিখ থেকে সরকারি চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

সাময়িক বরখাস্ত থাকা কালে তিনি বিধি অনুযায়ী খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান
সিনিয়র সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
প্রশাসন শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ মার্চ ২০১৭

নং ৫৫.০০.০০০০.১০৭.১৮.০১৪.১৩.৩৫—যেহেতু, বেগম নুরুন নাহার ফয়জুন্নেছা, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা এর বিরুদ্ধে সিনিয়র অনুবাদ কর্মকর্তা বেগম শর্মিলী আহমেদ কর্তৃক আনীত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কারণ দর্শানো হলে বেগম নুরুন নাহার ফয়জুন্নেছা উক্ত অভিযোগের বিষয়ে তাঁর জবাব দাখিল করেন।

যেহেতু, তাঁর প্রদত্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুকরত:'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫' এর বিধি ৩(বি) অনুসারে "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(বি) অনুযায়ী কেন ১ (এক)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ১ (এক) বৎসরের জন্য স্থগিত রাখার লঘুদণ্ড আরোপ করা হবে না সে মর্মে লিখিত কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, তিনি ০৬-০২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ উক্ত লিখিত কৈফিয়তের প্রেক্ষিতে জবাব দাখিল করেছেন এবং তিনি ব্যক্তিগত কোন শুনানী চাননি;

যেহেতু, অভিযুক্তের জবাব, সংশ্লিষ্ট নথি ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালেচনায় দেখা যায় বেগম নুরুন নাহার ফয়জুন্নেছা, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুসারে অসদাচরণ (Misconduct) এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন; এবং

যেহেতু, তিনি তাঁর কৃত অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করায় একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(বি) অনুযায়ী তাঁর ১ (এক)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আদেশ জারির তারিখ হতে ১ (এক) বৎসরের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে;

যেহেতু, বেগম নুরুন নাহার ফয়জুন্নেছা, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এর বিরুদ্ধে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫' এর বিধি ৪(২)(বি) অনুযায়ী তাঁর ১ (এক)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আদেশ জারির তারিখ হতে ১ (এক) বৎসরের জন্য স্থগিত রাখার লঘুদণ্ড আরোপ করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী আরিফুজ্জামান
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-২ (কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৫ ফাল্গুন, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৭.২৭.০১০.১৫-৯৮—যেহেতু, বেগম সেলিনা আখতার, সহকারী কর কমিশনার, সার্কেল-১৩০, কর অঞ্চল-৬, ঢাকায় গত ০৩-০৩-২০১৩ হতে ০৭-০৮-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত কর্মকালীন সময়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তদন্ত প্রতিবেদন স্মারক নং ০৮.০১.০০০০.০২৮.০৬.০০১.২০১৪-৫০৩, তারিখ: ০১-০১-২০১৫ খ্রিঃ অনুসারে নিম্নোক্ত পে-অর্ডারটি বিগত ২৪-০৯-২০১৩ হতে ০৩-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সরকারি কোষাগারে জমা করার পরিবর্তে ডাচ্ বাংলা ব্যাংক লিঃ, বিজয়নগর শাখায় সঞ্চয়ী হিসাবে নগদায়নপূর্বক আত্মসাৎ করা হয় ;

পে-অর্ডার নং-১০৮৯১৯০, তারিখ : ২৯-০৮-২০১৩ খ্রি।

(ক) ইস্যুকারী ব্যাংক ও শাখার নাম : শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ, ধানমন্ডি শাখা, ঢাকা।

(খ) যার নামে ইস্যু করা হয় : উপ-কর কমিশনার, সার্কেল-১৩০, কর অঞ্চল-৬, ঢাকা।

(গ) যার পক্ষে ইস্যু করা হয়/করদাতার নাম : আলহাজ্ব মোঃ শফিকুল ইসলাম, টি.আই.এন-১৮৯-১০১-৭৯২৬।

(ঘ) পে-অর্ডারের মূল্যমান : ১,৮৮,৪৯৪/-।

যেহেতু, সার্কেলের সার্বিক ব্যবস্থাপনা, সমস্ত সরকারি তথ্য ও সম্পদের সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা বিধান সার্কেল কর্মকর্তার দায়িত্ব হলেও বেগম সেলিনা আখতার সার্কেলের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে অদক্ষতার পরিচয় দেন। তিনি তাঁর অধীন কর্মচারীদের মাধ্যমে পে-অর্ডারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইন্সট্রুমেন্ট বেহাত হওয়ার বিষয়ে যথাসময়ে কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেননি। ফলে বর্ণিত পে-অর্ডার যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও হেফাজত করার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা এবং দায়িত্বরত অবস্থায় উক্ত পে-অর্ডার আত্মসাৎপূর্বক নগদায়ন হওয়ায় দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ায় বেগম সেলিনা আখতার এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ আনয়নপূর্বক বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী কেন তাঁকে চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service) অথবা ঐ বিধিমালার অধীনে অন্য কোন উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হবে না তার কারণ লিখিতভাবে দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।

যেহেতু, বেগম সেলিনা আখতার, সহকারী কর কমিশনার অভিযোগ নামার জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করেন। তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করে বিভাগীয় মামলা চলার মত পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৭(২)(সি) অনুযায়ী বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের জন্য জনাব জি এম আবুল কালাম কায়কোবাদ, অতিরিক্ত কর কমিশনার, কর অঞ্চল-২, ঢাকা- কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তা বেগম সেলিনা আখতার এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ধারায় অসদাচরণ এর অভিযোগের সত্যতা রয়েছে মর্মে তদন্ত কর্মকর্তা মতামত প্রদান করায় সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) মোতাবেক কেন চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হবে না সেই মর্মে বেগম সেলিনা আখতার এর অনুকূলে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়। বেগম সেলিনা আখতার দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন।

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খন্ডনের জন্য যৌক্তিক নয় মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় বেগম সেলিনা আখতারকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৮(৪)(ডি) মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য বংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়-কে অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ গুরুতর বিবেচনায় তাঁকে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) অনুসারে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করার (Dismissal from Service) গুরুদন্ড প্রদানের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের সাথে কমিশন একমত পোষণ করেছে।

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করার গুরুদন্ড প্রদানের প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ১৯-০২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন।।

সেহেতু, এক্ষণে বেগম সেলিনা আখতার, সহকারী কর কমিশনার, সার্কেল-১৩০ (বর্তমানে সার্কেল-১২৬), কর অঞ্চল-৬, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(৩)(ডি) মোতাবেক চাকুরি থেকে বরখাস্ত (Dismissal from Service) করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজিবুর রহমান
সিনিয়র সচিব।

সঞ্চয় শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৯ চৈত্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২৩ মার্চ ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৮.০০.০০০০.০৪১.২৩.০২৮.০৩(অংশ).১০৮—The U.S. Dollar Investment Bond Rules, 2002 এর বিধি-১৪ ও The U.S. Dollar Premium Bond Rules, 2002 এর Rule-14(4) তে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী নিম্নোক্ত ৭ (সাত) জন বিনিয়োগকারীর সিআইপি (বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি) কার্ডের মেয়াদ ২০১৭ সালের জন্য নবায়ন করা হলো :

ক্রমিক নং	বিনিয়োগকারীর নাম	ঠিকানা		প্রকল্পের নাম
		দেশীয়	বৈদেশিক	
১.	ড. কাজী গিয়াস উদ্দিন	৩-১, সিটি লেন, আনন্দপুর, সাভার, ঢাকা।	১-৪২-৩, মিনামী, ম্যাগমি, ওটি এ- কেইউ, টোকিও, জাপান	ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড।
২.	জনাব মীর রাসেল সুজন	গ্রাম-চিথনিয়া, ডাকঘর-পোড়াদহ, থানা-মিরপুর, জেলা-কুষ্টিয়া।	পোস্ট বক্স নং-৯৪৩৫৯, রিয়াদ-১১৬৯৩, সৌদি আরব	
৩.	সৈয়দ এ, কে আনোরুজ্জামান	হাউজ নং-এসই-৪, রোড নং-১৩৭, গুলশান-১, ঢাকা।	বিএলডিএস মেটেরিয়ালস, এলএলসি, পোস্ট বক্স-১৫৮৪০, দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত	
৪.	জনাব আরিফ আহমেদ চৌধুরী	হাউজ নং-১০/এ, রোড-৭৯, গুলশান-২, ঢাকা।	২৫১০ ভার্জিনিয়া এ্যাভিনিউ, এপার্টমেন্ট নং-৫০৭, এন, ওয়াশিংটন ডিসি-২০০৩৭, ইউএসএ	
৫.	জনাব আসিফ আহমেদ চৌধুরী	ঐ	ঐ	
৬.	বেগম সায়েরা চৌধুরী	ঐ	ঐ	ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড।
৭.	জনাব রফিকুল ইসলাম মিয়া আরজু	সেকশন-৭, বাড়ি নং-১, রোড নং-২০, ফ্ল্যাট নং-এ৪, উত্তরা, ঢাকা।	ফ্ল্যাট নং-১১, বাড়ি নং-৪/৩, এসটি, বেরেগোভায়া, মস্কো, রাশিয়া।	

২। উল্লিখিত বিনিয়োগকারীগণ The U.S. Dollar Investment Bond Rules, 2002 এর বিধি-১৪ ও The U.S. Dollar Premium Bond Rules, 2002 এর Rule-14(4) তে বর্ণিত শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে বিধি মোতাবেক সিআইপি সুবিধা ভোগ করবেন।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আবদুল জব্বার
সহকারী সচিব।

বিচার শাখা-৭
আইন ও বিচার বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আদেশ

তারিখ : ২৯ মার্চ ২০১৭

নং বিচার-৭/২এন-২৪/২০১৩(অংশ-৭)-৩০০—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে জনাব মোঃ আব্দুছ ছামাদ, পিতা মোঃ মনির উদ্দিন মুন্সী, মাতা আয়েশা খাতুন, গ্রাম খরতৈল, ডাকঘর সাতাইশ, উপজেলা টঙ্গী, জেলা গাজীপুর এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ৫১ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

০২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

০৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হবে।

জি, এম, নাজমুছ শাহাদাৎ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

কৃষি মন্ত্রণালয়
সম্প্রসারণ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ মার্চ ২০১৭

নং ১২.০০.০০০০.০৫২.২৭.০৯৫.১৬.১৮৭—যেহেতু, বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারভুক্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা বেগম অঞ্জু বিশ্বাস ৩৪তম বিসিএস এর মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ০১ জুন ২০১৬ তারিখে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হিসেবে উপজেলা কৃষি অফিস, পাংশা, রাজবাড়ীতে যোগদান করেন। তিনি চাকরিতে যোগদানের পূর্বেই আমেরিকার স্টেট ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত থাকায় অসমাপ্ত মাস্টার্স কোর্স সম্পন্ন করার জন্য ২০ জুন ২০১৬ তারিখ হতে ১০ মে ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ১১ মাস অর্ধগড় বেতনে

ছুটির আবেদন করেন। এই আবেদন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মঞ্জুর হওয়া ব্যতিরেকেই ২৬ জুন ২০১৬ তারিখ হতে অদ্যাবধি অননুমোদিত-ভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া তাঁর এহেন বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১৫ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখের ১২.০০.০০০০.০৫২.২৭.০৯৫. ১৬.১০৪০ সংখ্যক স্মারকমূলে Bangladesh Civil Service Recruitment Rules 1981 এর বিধি ৬(২) (এ) অনুযায়ী কেন তাঁর 'নিয়োগের অবসান (Termination of appointment)' করা হবে না এ মর্মে তাঁকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়। কারণ দর্শানো নোটিশটি তাঁর কর্মস্থল ও স্থায়ী ঠিকানায় জারি করা হয় এবং উভয় ঠিকানায় তাঁকে অনুপস্থিত পাওয়া যায়;

০২। যেহেতু, বেগম অঞ্জু বিশ্বাস, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি অফিস, পাংশা, রাজবাড়ী কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি;

০৩। যেহেতু, Bangladesh Civil Service Recruitment Rules 1981 এর বিধি ৬(১) অনুযায়ী বেগম অঞ্জু বিশ্বাস বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত একজন শিক্ষানবিশ কর্মকর্তা বিধায় তাঁর কৃত অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় একই বিধিমালার বিধি ৬(২) অনুযায়ী তিনি 'শিক্ষানবিশকালে সংশ্লিষ্ট চাকরিতে বহাল থাকার অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত (During the period of probation, found unsuitable for retention in the concerned Service) হয়েছেন ;

০৪। সেহেতু, একই বিধিমালার বিধি ৬(২)(এ) অনুযায়ী বেগম অঞ্জু বিশ্বাস এর 'নিয়োগের অবসান (Termination of appointment)' করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করণের লক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বরাবরে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি উক্ত দন্ডারোপের প্রস্তাব সানুগ্রহ অনুমোদন করেছেন ;

০৫। সেহেতু, উপর্যুক্ত প্রমাণিত অপরাধে Bangladesh Civil Service Recruitment Rules1981 এর বিধি ৬(১) অনুযায়ী ৩৪ তম বিসিএস এর মাধ্যমে বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত একজন শিক্ষানবিশ কর্মকর্তা হিসেবে তাঁর কৃত অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় একই বিধিমালার বিধি ৬(২) অনুযায়ী তিনি শিক্ষানবিশকালে সংশ্লিষ্ট চাকরিতে বহাল থাকার অযোগ্য হিসেবে বিবেচনায় (During the period of probation, found unsuitable for retention in the concerned Service) একই বিধিমালার বিধি ৬(২) (এ) অনুযায়ী অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিতির তারিখ (২৬ জুন ২০১৬) থেকে বেগম অঞ্জু বিশ্বাস, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (শিক্ষানবিশ), উপজেলা কৃষি অফিস, পাংশা, রাজবাড়ী এর 'নিয়োগের অবসান (Termination of appointment)' করা হলো।

০৬। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্
সচিব।

জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০৯ চৈত্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/২৩ মর্চ ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.০০১.২০১৬-৭৮—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১	লালঘর	৮৮	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	
২	মান্দারিয়া	১১৯	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	
৩	পাইকপাড়া	১৫৯	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	
৪	রামপুর	২৪৯	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	
৫	জাঙ্গালী	৩৫৯	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	
৬	ছিনাইমুড়ি	৩৯৪	চৌদ্দগ্রাম	কুমিল্লা	
৭	সুজাগঞ্জ	১৫৯	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ৫৫৪৬/ ১০ নং রীট দায়ের থাকায় ৬১ এবং ১২৮ নং খতিয়ান ব্যতিত।
৮	ঝারখন্ডল	১৯৫	কুমিল্লা সদর	কুমিল্লা	
৯	সিউরাইন	১৯৯	লাকসাম	কুমিল্লা	
১০	বড় তুপা	২০২	লাকসাম	কুমিল্লা	
১১	নাউতলা	৪০৪	লাকসাম	কুমিল্লা	
১২	দাদঘর	৪২৩	লাকসাম	কুমিল্লা	
১৩	ধনপুর	২৫	লাকসাম	কুমিল্লা	
১৪	উত্তর বিরাহিমপুর	৫৯	লাকসাম	কুমিল্লা	
১৫	মধ্য নিশ্চিন্তপুর	৬৬	লাকসাম	কুমিল্লা	
১৬	গোলাচো	৬৭	লাকসাম	কুমিল্লা	
১৭	পশ্চিম ভবানীপুর	৯৬	মুরাদনগর	কুমিল্লা	

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে এল নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১৮	পূর্ব্ব দৈয়ারা	৬৩	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা	
১৯	গোরমুড়া	১১১	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা	
২০	দৌলখাড়	১৭২	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা	
২১	কাশীপুর	১৭৭	নাঙ্গলকোট	কুমিল্লা	
২২	সেন্দ	২৮৪	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	
২৩	বিজেশ্বর	২৮২	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	
২৪	মির্জ্জাপুর	১৪৩	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	
২৫	পূর্ব দারিয়াপুর	১৯২	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	
২৬	মেঘ শিমইল	১৭৫	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	
২৭	বরিশাল	৩০৬	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	
২৮	পশ্চিম সকদি	৮৫	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর	
২৯	চরনন্দলাল	৪২	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর	
৩০	হামানকরদি	৫১	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর	
৩১	চাঁদপুর মিউনিসিপালিটি	৯৩	চাঁদপুর সদর	চাঁদপুর	
৩২	পালালোকদি	৬৫	মতলব	চাঁদপুর	
৩৩	বড় চরকালিয়া	১৬০	মতলব	চাঁদপুর	
৩৪	ঘোড়াধারী	২৩৫	মতলব	চাঁদপুর	
৩৫	নয়াচর	১৬	মতলব	চাঁদপুর	
৩৬	নওহাটা	২৭	হাজীগঞ্জ	চাঁদপুর	
৩৭	খাটরা বিলুয়াই	৮৪	হাজীগঞ্জ	চাঁদপুর	
৩৮	রাজারগাঁও	০৮	হাজীগঞ্জ	চাঁদপুর	
৩৯	রান্ধনীমুড়া	৯৫	হাজীগঞ্জ	চাঁদপুর	
৪০	পয়ালজোস	১২৭	হাজীগঞ্জ	চাঁদপুর	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রফিকুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

অধিগ্রহণ অধিশাখা-০১

এল, এ কেস নং-১৬/দুই/৮০-৮১

ফরম-ঘ

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক ঘোষণা

তারিখ: ১৯ মার্চ ২০১৭ খ্রিঃ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৪৩.১৪-১০৫—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৩-০৭-৮১ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হয়েছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা-দিনাজপুর, উপজেলা-পার্বতীপুর, মৌজা-পূর্ব দুর্গাপুর ও কালিকাপুর, জে, এল নং-৫১।

মৌজা-পূর্ব দুর্গাপুর

খতিয়ান নং	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ
৩৯৬	৬৩৫৪	০.৩০
৩৯৬	৬৩৬২	০.৮৪
৩৯৬	৬৪৫৬	০.৩৮
৪১২	৬৩৫৫	০.০৪
৪৮২	৬৪৬৪	০.৭৫
৪৮২	৬৪৫৯	০.০১
৩৩৭	৬৪৫৮	০.৭৫
৩৩৭	৬৪৬৩	০.১০
২৭৭	৬৪৬৫	০.২৮
২৩২	৬৪৭০	০.২৬
১৬৬	৬৩৬৩	০.২২
১৬৬	৬৪৫৭	০.৩৫
১৭৮	৬৪৬৬	১.২৫
	মোট=	৫.৫৩ একর

মৌজা-কালিকাপুর, জে, এল নং-৫২।

খতিয়ান নং	দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ
৩৬০	৪০১৩	০.২৬
৩৮১	৪৩২৩	০.০৯
৫১৯	৪০১১	০.২০
১৮৭	৪১৬৬	০.১৩
৬৮৬	৪৩২২	০.৩৭
৩০৪	৪৩২৭	০.০৮
৩০৫	৪১৫৭	০.১৬
২৯০	৫৭২৪	০.০২
৩৫৮	৪০০৮	০.১৬
৪৮৭	৪০১২	০.২৮
৪৮৭	৪১৬০	০.০২
৪৮৭	৪৩২০	০.০২
৬৪৪	৪৩১৮	০.১০
১১০	৪৩২৬	০.২৮
১১০	৪৩২৮	০.২৮
১৪৭	৪০১৪	০.০১
৫৩২	৪১৫৩	০.২৯
৫৩৪	৪১৬৫	০.২০
৬৬০	৪১৫৫	০.২৬
৫৭	৪৩২১	০.৪৪
৩৭	৪১৫৮	০.০৯
৩৭	৪১৬১ ৬৪৯৫	০.১২
৩৬	৪১৬২	০.৪১
৫/১৬	৪১৪৮	৩.০৮
৪৪৩	৪৩১৭	০.২৪
৪৪৩	৪১৫২	০.১৬
৪৪০	৪১৫৬	০.৮২
৪৯৫	৪৩১৬	০.৩০
৩৪৩	৪৩১৯	০.০২
	মোট=	৮.৮৯ একর

মোট সম্পত্তির পরিমাণ (৫.৫৩+৮.৮৯)=১৪.৪২ একর কম বা বেশী।

জমির নক্সা ভূমি হুকুমদখল কর্মকর্তা, দিনাজপুর অফিসে সংরক্ষিত আছে।

মির্জা তারিক হিকমত
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-৩৮/৭৫-৭৬

ফরম-ঘ

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ১৯ মার্চ ২০১৭ খ্রিঃ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৩৫.১৪-১০৬—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২০-১২-১৯৭৬ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/ সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা-গংগাচড়া, জে, এল নং-৩৭, থানা/উপজেলা: গংগাচড়া, জেলা: রংপুর।

এস, এ খতিয়ান নং	এস, এ দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৩০৮	৪৬৪ (আংশিক)	০.০৭
২৮৬	৪৬৫ (আংশিক)	০.১৩
৫০১	৪৬৬ (আংশিক)	০.১৫
,,	৪৬৭ (পূর্ণ)	০.২৬
,,	৪৬৮ (আংশিক)	০.২০
,,	৪৬৯ (আংশিক)	০.২০
৫৩৯	৭৬১ (আংশিক)	০.০৯
২৫৭	৭৬২ (আংশিক)	০.০৩
৩৪৩	৭৬৫ (আংশিক)	০.০১
৯৫৮, ৯৬১, ৯৬২	৭৬৬ (আংশিক)	০.৮৫
২৮৬	৭৬৮ (আংশিক)	০.২০
,,	৭৬৯ (আংশিক)	০.১২
৬৫১	৭৭১ (আংশিক)	০.০১
,,	৭৭২ (আংশিক)	০.৪৪
৪৯২	৭৭৪ (আংশিক)	০.২৩
৯৬৯	৭৭৫ (পূর্ণ)	০.২১
৮৫৫	৭৭৭ (আংশিক)	০.২৬
৮৪৮	৭৭৮ (আংশিক)	০.১১
৫১২	৭৭৯ (আংশিক)	০.০৪
২০০	৭৮০ (আংশিক)	০.০৫
৫৪০	৭৮১ (আংশিক)	০.১০
৭১৯	৭৮৩ (আংশিক)	০.২০
,,	৭৮৪ (আংশিক)	০.১৪
৫৮৪	৭৮৭ (আংশিক)	০.৩৪
৭৪০	৭৮৮ (আংশিক)	০.১৬
৩৭২	৭৮৯ (পূর্ণ)	০.০৯
৭৪০	৭৯০ (আংশিক)	০.০৭
৩৭২	৭৯৩ (আংশিক)	০.০৭
৭৪০	৭৯৪ (পূর্ণ)	০.১৫
৬৪০	৭৯৬ (আংশিক)	০.০২
৫০১	৭৯৭ (আংশিক)	০.৩৮
,,	৭৯৮ (পূর্ণ)	০.১৮
৯৯৯	৭৯৯ (আংশিক)	০.২২
১০০০	৮০৩ (আংশিক)	০.০৬
	মোট=	৫.৮৪ একর

এস, এ খতিয়ান নং	এস, এ দাগ নং	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
	ইজা=	৫.৮৪
৭৪৭	১০০২ (আংশিক)	০.০৪
,,	১০০৩ (আংশিক)	০.০৮
৬৩৩	১০০৪ (আংশিক)	০.০৪
২৬৬	১০০৫ (পূর্ণ)	০.০৫
৬৩৩	১০০৬ (আংশিক)	০.০১
২৮৬	১০৫০ (আংশিক)	০.১৮
২৮৭	১০৫১ (আংশিক)	০.০৬
২৬৬	১০৫৫ (আংশিক)	০.০৭
৬৩৩	১০৫৬ (আংশিক)	০.২৮
৪৭০	১০৫৭ (আংশিক)	০.০২
২৮৬	১০৫৮ (আংশিক)	০.০৫
৬৫৩	১০৫৯ (আংশিক)	০.২০
৬৫১	১০৬০ (পূর্ণ)	০.০৬
,,	১০৬১ (পূর্ণ)	০.১০
,,	১০৬২ (আংশিক)	০.০৬
২৮৬	১০৬৩ (আংশিক)	০.০৫
২৮৬, ২৮৭	১০৬৪ (আংশিক)	০.৪৭
২৮৬	১০৬৫ (পূর্ণ)	০.২৯
৩৪৩	১০৬৬ (পূর্ণ)	০.৩৯
৫৫১	১০৬৭ (পূর্ণ)	০.১২
৬৩৩	১০৬৮ (আংশিক)	০.২৮
৬৬২	১০৬৯ (পূর্ণ)	০.২৫
২৮৬	১০৭০ (পূর্ণ)	০.০৩
২৫১	১০৭১ (পূর্ণ)	০.১৮
৭৬৩	১০৭২ (পূর্ণ)	০.১১
৭৬৭	১০৭৩ (আংশিক)	০.৪০
৭৪২	১০৭৪ (পূর্ণ)	০.১১
৬৭৩	১০৮১ (আংশিক)	০.১৬
৫৪১	১০৮২ (আংশিক)	০.১৬
৬৩৩	১০৮৩ (আংশিক)	০.১৮
৭৭২	১০৮৫ (আংশিক)	০.২১
৩০৮	১১৯৬ (পূর্ণ)	০.০৬
৩৫৩	১২৩৮ (আংশিক)	০.০৪
	মোট=	১০.৬৩ একর

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা রংপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি হুকুম দখল/অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

মির্জা তারিক হিকমত
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-১৫/১৯৭৭-৭৮

ফরম-ঘ

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ২৭ মার্চ ২০১৭ খ্রিঃ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৪৪.১৪-১১৩—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৭-০৩-১৯৭৯ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা-ছোট রুপাই, জে, এল নং-৬৪, থানা-গংগাচড়া, জেলা-রংপুর।

খতিয়ান নং	দাগ নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	হুকুম দখল/ অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
৩৫	১৯০ আংশিক	০.২৬	০.১০
৯৪, ১৭০	১৯৫ আংশিক	০.৩৩	০.১১
৯৪, ১৭০	১৯৬ আংশিক	০.২৪	০.১০
৯৪, ১৭০	১৯৭ পূর্ণ	০.২৮	০.২৮
৯৪	১৯৮ আংশিক	০.২৮	০.১২
৩৬৯	২০০ আংশিক	০.৪০	০.০৬
৩৩৩	২০২ আংশিক	০.৫৫	০.১৯
৩৭৭	২০৩ আংশিক	১.১১	০.০১
৩৬৮	২০৫ পূর্ণ	০.২৪	০.২৪
২২২	২০৬ আংশিক	০.৪৬	০.১৪
২১৭	২২৬ আংশিক	১.০১	০.৮৫
৪৭	২২৭ আংশিক	০.২১	০.০৮
১৭৭	২২৮ আংশিক	০.১২	০.০৫
৩১	২২৯ আংশিক	০.২২	০.১৪
৫০	২৪৮ আংশিক	০.২৬	০.২৩
৫০	২৪৯ আংশিক	০.২৬	০.০৮
৫০	২৫০ আংশিক	০.৪১	০.৩৬
৫৩	২৫১ পূর্ণ	০.০২	০.০২
৫৩	২৫২ আংশিক	০.০৩	০.০১
৪৭	২৬১ আংশিক	০.১৩	০.০৩
৯৪, ১৭০	১২১০ আংশিক	০.০৬	০.০২
		মোট=	৩.২২

জমির নক্সা রংপুর জেলা প্রশাসকের অফিসে দেখা যাইতে পারে।

মির্জা তারিক হিকমত
উপসচিব।

এল, এ কেস নং-৬৫/১৯৭৫-৭৬

ফরম-ঘ

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ: ২৭ মার্চ ২০১৭ খ্রিঃ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৭.৩৪.০৪৪.১৪-১১৩—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২০-০৬-১৯৭৭ ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

মৌজা-বল্লভবিষু, জে, এল নং-২৪, উপজেলা: কাউনিয়া, জেলা: রংপুর।

খতিয়ান নং	দাগ নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	হুকুম দখল/ অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
১৩৫, ২৩১	৪৮	০.১৮	০.০২
০১	৪৯	০.১২	০.১২
১৩৫	৫০	০.১৪	০.১৪
২৩২	৫১	০.২৫	০.০৩
২৩২	৫৩	০.৩৪	০.০৬
২৩১	৫৪	০.৬১	০.৫৬
২৩৫	৫৫	০.৬২	০.৪২
২৩৩	৫৬	০.৭০	০.০১
১১	৫৮	০.৩৭	০.০২
১০	৭৬	০.৪০	০.০৫
১৪১	৭৮	২.৮৭	০.৫০
১৪১	৮০	০.৬৮	০.৪০
১৬৪	৯৯	০.০৯	০.০১
১৬০	১০০	০.১৮	০.০৩
১৪৭	১০১	০.১৬	০.০৬
১৪৭	১০২	০.২১	০.২১
১৫০	১০৩	০.৪১	০.০৭
১৬২	১০৪	০.৮৭	০.০৯
১৬৫	১০৫	০.১২	০.১২
১৬৩, ১৬৪	১০৬	০.১১	০.০১
১২৯ ৮২	১৬৩৫ ১৬৩৬	০.৪৯ ..	০.১৮ ০.১২
৯২	১৬৩৭	০.৬১	০.৩২
৮৬, ৮৮	১৬৩৮	১.৪০	০.৫৮
১৩৭	২২৯১	০.৯৮	০.০৮
২৮৫	২৩৪৯	..	০.০৯
১৩৭	২২৯২	০.০৬	০.০২
১৩৪	২২৯৪	০.৮২	০.৬৮
১৩৪	২২৯৫	০.৫২	০.১২
		মোট=	৫.১২ একর

খতিয়ান নং	দাগ নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ (একরে)	হুকুম দখল/ অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একরে)
		ইজা=	৫.১২ একর
৯১	১৭৫৪/২৩২৫	০.২৬	০.২৬
৯১	১৬৫৪/২৩২৬	০.৬০	০.৫৪
৮৭	১৬৩৮/২৩২৭	০.৫৮	০.৫৮
৮৬, ৮৮	১৬৩৮/২৩২৮	০.০৬	০.০৬
৪৩	১৭৫৪/২৩৩২	০.১৭	০.০৫
৯১	১৬৫৪/২৩৩৮	০.৯১	০.১০
৫৯	১৬৫৪/২৩৩৯	০.৪২	০.৪২
৫১	১৭৫৪/২৩৪০	০.২১	০.২১
৫৬	১৭৫৪/২৩৪১	০.১৮	০.১৬
৫০	১৭৫৪/২৩৪২	০.২০	০.০৭
৯১	১৬৫৪/২৩৪৩	০.১৮	০.০৮
৭৯, ৯২	১১৩৭/২৩৫১	১.৬০	০.৬৪
৯১	১৬৩৭/২৩৫২	০.৩৬	০.৩০
৫৯	২৩৩৯/২৩৫৩	০.১০	০.০৭
৯২	২৩২১	..	০.০১
		মোট=	৮.৬৭ একর

অধিগ্রহণকৃত জমির নক্সা রংপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি হুকুম দখল/অধিগ্রহণ শাখায় দেখা যেতে পারে।

মির্জা তারিক হিকমত
উপসচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণায়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৮ চৈত্র ১৪২৩/২২ মার্চ ২০১৭

নং ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০৪৩.১১-৯৬—যেহেতু, জনাব মোঃ বদরুল আলম (পরিচিতি নম্বর ০০০১৪৯), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চ: দা:) (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা তৎকালীন সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে হাজির হয়ে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে স্বহস্তে লিখিত আবেদনে স্বাক্ষর করে শপথপূর্বক দুর্নীতি করার স্বীকারোক্তি প্রদান করেন;

যেহেতু, তৎকালীন সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশন এর মামলা নম্বর সজক/আইন/২০০৮/দুদক/৩৭০ এর দলিল দস্তাবেজ হতে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, তিনি জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-নয়াবাজার হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মদনপুর পর্যন্ত (ঢাকা-বাইপাস) জাতীয় মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্পে বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ৩টি গ্রুপের কাজে ৩২,৮২,৪৯৪/- টাকা

অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট অন্য প্রকৌশলীদের সাথে একত্রিত হয়ে আত্মসাৎ করে সরকারী ক্ষতিসাধন করেছেন;

যেহেতু, তিনি অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের দায় লিখিতভাবে শপথপূর্বক স্বীকার করে গত ০৩-১২-২০০৮ তারিখের ১৬/৪২ সংখ্যক চালানের মাধ্যমে ৪,০০,০০০ (চার লক্ষ্য) টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করেন;

যেহেতু, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ২ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখের ০৩.০৭২.০১৭.০৪.০০.০০১.২০০৯-২৩ সংখ্যক পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে গমণকারী কর্মকর্তাদের নথি-পত্র ও দলিলাদি আইন ও বিচার বিভাগ হতে সংগ্রহ করা হয়। তন্মধ্যে মোঃ বদরুল আলম, তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলী (চ:দা:) এর নথিও অন্যান্য নথির সহিত গত ০৮-০৫-২০১১ তারিখ পাওয়া যায়। অত:পর তাঁদের বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে আইন ও বিচার বিভাগের মতামত চাওয়া হয়। তদপ্রেক্ষিতে গত ২১-০৯-২০১১ তারিখ আইন ও বিচার বিভাগ তদীয় মতামতে জানায় যে, স্বপ্রণোদিত হয়ে সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে যেয়ে যাঁরা দুর্নীতির কথা স্বীকার করে দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছেন ও বর্তমানে কর্মরত আছেন তাঁদের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ অনুযায়ী বিভাগীয় মামলা রুজু করে তদন্তে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করাই সমীচীন হবে। একইভাবে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় (বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়) গত ১২-০৪-২০০৯ তারিখের সম(বিধি-৪)-শৃং:আ: ৯/২০০৯-১৪১ সংখ্যক স্মারকমূলে জানায় যে সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশন কর্তৃক মার্জনা পাওয়া কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা দায়ের করতে বা ইতোপূর্বে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা অব্যাহত এবং নিস্পত্তি করায় বিধিগত কোন বাঁধা নেই;

যেহেতু, মোঃ বদরুল আলম-এর সত্য ও জবাবদিহিতা কমিশনে হাজির হয়ে শপথপূর্বক দুর্নীতি করার স্বীকারোক্তি প্রদান এবং চালানের মাধ্যমে ৪,০০,০০০ (চার লক্ষ) টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদানের কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ২(এফ) এর সংজ্ঞা ও বিধি ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির পর্যায়ভূক্ত অপরাধ;

যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য কেন তাঁকে একই বিধিমালার ৩(বি) ও ৩(ডি) অনুযায়ী যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নম্বর ০১/২০১১ রুজু করা হয়;

যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের জন্য কেন তাঁকে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ডি) অনুযায়ী চাকুরী হতে বরখাস্ত (dismissal from service) করা হবে না বা উপযুক্ত অন্য কোন শাস্তি দেয়া হবে না তা অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্য দিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি ব্যক্তিগত শূনানীর মাধ্যমে কোন কিছু জ্ঞাত করাতে চান কি-না অথবা বক্তব্যের সমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে চান কি-না তাও লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয। তিনি অভিযোগ হতে অব্যাহতি চেয়ে জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শূনানীতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ বিভাগের ২৯-০১-২০১২ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০৪৩.১১-৩১ স্মারকমূলে জনাব মোঃ বদরুল আলম এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার ব্যক্তিগত শূনানী গ্রহণের জন্য ০৭-০২-২০১২ ধার্য করা হয়।

যেহেতু, এ পর্যায়ে বিভাগীয় মামলা চলমান অবস্থায় তিনি বিভাগীয় মামলার বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নম্বর ১১৩৮/২০১২ দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্ট তদপ্রেক্ষিতে চলমান বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম প্রথমে ৩(তিন) মাসের জন্য Stay ঘোষণা করেন। এ প্রেক্ষাপটে বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে স্থগিতাদেশের মেয়াদ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা হয়। সরকার রিট পিটিশন নম্বর-১১৩৮/২০১২ তে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পূর্ণ শূনানীর পর একই বিষয়ে দায়েরী অন্যান্য রিট পিটিশনের সহিত মহামান্য হাইকোর্ট রিট পিটিশন নম্বর-১১৩৮/২০১২ তে প্রদত্ত রুল খারিজ করে দেন এবং প্রদত্ত Stay Vacate করে দেন অর্থাৎ সরকার মামলায় জয়ী হয়। এ অবস্থায় তিনি মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে Civil Petition for Leave to Appeal নম্বর-২৯৫০/২০১৪ দায়ের করেন। পরবর্তীতে তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট গত ০৯-০১-২০১৭ তারিখ Civil Petition for Leave to Appeal প্রত্যাহারের আবেদন মঞ্জুর করে নিম্নোক্ত আদেশ প্রদান করেন;

"The Civil Petition for Leave to appeal is dismissed as being not pressed"

যেহেতু, ফলশ্রুতিতে তাঁর বিরুদ্ধে ইতোপূর্বে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নম্বর-০১/২০১১ স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়। উল্লেখ্য, একই ধরনের অভিযোগে অভিযুক্ত জনাব মঞ্জুর আহমদ ভূঁইয়া ৩০-১২-২০১৪ তারিখ অবসরে যাওয়ায় গত ৩০-১২-২০১৪ তারিখ থেকে বাধ্যতামূলক অবসরদান (Compulsory Retirement) এর গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ দণ্ড প্রতীকী হিসেবে আরোপের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়েছিল। আরো উল্লেখ্য, The Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 অনুযায়ী ৬ নম্বর রেগুলেশন এর বিধান মোতাবেক উপরোল্লিখিত গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে গত ০৫-০৭-২০১৫ তারিখের ৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭. ০৪০.১১-১৯২ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হলে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক গত ০৩-০৫-২০১৬ তারিখের ৮০.১০১.০৩৪.০০.০০.৭৭. ২০১৫-১৫০ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত অবহিত করা হয়েছিল;

> "সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী (অবসরপ্রাপ্ত) জনাব মঞ্জুর আহমদ ভূঁইয়া যেহেতু চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন, সেহেতু সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা-১৯৮৫ এর বিধি এবং ৩১ ডি.এল.আর (এডি) মামলার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অবসরপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চলমান থাকতে পারে না";

এ পরিস্থিতিতে, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে তাঁকে ৩০-১২-২০১৪ তারিখ থেকে বাধ্যতামূলক অবসরদান (Compulsory Retirement) গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে আইনগত মতামত প্রদানের জন্য আইন ও বিচার বিভাগ-কে অনুরোধ করা হলে আইন ও বিচার বিভাগ নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেছিল;

> "কর্ম কমিশনের প্রদত্ত মতামতের নিরেখে এবং আইনগত মতামতের প্রেক্ষিতে জনাব মঞ্জুর আহমদ ভূঁইয়া (পরিচিতি নম্বর-০০৫৩৫২), নির্বাহী প্রকৌশলী (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর-এর বিরুদ্ধে বিগত ৩০-১২-২০১৪ তারিখ থেকে 'বাধ্যতামূলক অবসরদানের' ভূতাপেক্ষ আদেশ বর্তমানে আরোপ করার বিধিগত সুযোগ নেই";

যেহেতু, জনাব মোঃ বদরুল আলম ১৯-০২-২০১৭ তারিখে অবসরে গমন করেছেন এবং জনাব মঞ্জুর আহমেদ ভুঁইয়া ও জনাব মোঃ বদরুল আলমের প্রেক্ষাপট অভিন্ন ;

সেহেতু এক্ষণে, জনাব মঞ্জুর আহমদ ভুঁইয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত মতামত অনুসরণে জনাব মোঃ বদরুল আলম (পরিচিতি নম্বর ০০০১৪৯), প্রাক্তন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চ: দা:), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল), পদ, ঢাকা সরকারি চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করায় বিভাগীয় মামলা নম্বর ০১/২০১১ নথিভুক্তির মাধ্যমে নিস্পত্তি করা হল।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, এ, এন, ছিদ্দিক
সচিব।

তথ্য মন্ত্রণালয়
টেলিভিশন-১ শাখা

আদেশ

তারিখ: ০২ চৈত্র ১৪২৩/১৬ মার্চ ২০১৭

নং ১৫.০০.০০০০.০২৩.৩১.০৬৩.১৬-১৪৫—সিএমএম কোর্ট, ঢাকায় যৌতুক নিরোধ আইনের ৪নং ধারায় দায়েরকৃত সি/আর-৩৬/১৭ নং মামলায় গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ টেলিভিশন ঢাকা কেন্দ্রের নির্বাহী প্রযোজক (বার্তা) জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম গ্রেফতার হন। তৎপরিপ্রেক্ষিতে বিএসআর পার্ট-১ এর বিধি ৭৩ এর নোট (২) অনুযায়ী গ্রেফতার হওয়ার তারিখ অর্থাৎ ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ হতে উক্ত কর্মকর্তা কে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

০২। সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে তিনি প্রচলিত বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা (Subsistence Allowance) পাবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মরতুজা আহমদ
সচিব।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৬ চৈত্র ১৪২৩/৩০ মার্চ ২০১৭

নং ৪০.০০.০০০০.০১১.০৪০.০০৩.১৪-১৪৪—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৫-০৫-২০১৩ তারিখের ০৫.১৭০.০২২.০২০.০০.০৪৩.২০১০.১৪৩ সংখ্যক পত্রের নির্দেশনা মতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব খাতভূক্ত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির পদসমূহে সরাসরি নিয়োগ/পদোন্নতি/টাইমস্কেল/সিলেকশন গ্রেড ইত্যাদি বিষয় সম্পাদনের নিমিত্ত নিম্নোক্তভাবে একটি বিভাগীয় নির্বাচনী কমিটি গঠন করা হলো:

সভাপতি

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

সদস্যবৃন্দ

২। উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব (জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি)।

৩। উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের (অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি)।

৪। বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের একজন প্রতিনিধি।

সদস্য সচিব

৫। যুগ্মসচিব (প্রশাসন), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

২। কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ ঃ

ক) এই কমিটি রাজস্ব খাতভুক্ত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদ সরাসরি নিয়োগ/পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের জন্য প্রার্থী বাছাই/পদোন্নতিযোগ্য ফিডার পদ বাছাই এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের সিলেকশন গ্রেড/টাইমস্কেল মঞ্জুরী ক্ষেত্রে সুপারিশ প্রদান করবে।

খ) এই কমিটি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদে সরাসরি/পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধি এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট অফিস স্মারক/প্রজ্ঞাপন এর আলোকে সুপারিশ প্রদান করবে।

৩। এতদ্‌সংক্রান্ত পূর্বের কমিটি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

৪। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ইহা জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শাহীন আখতার
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
ক্রীড়া-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৭ ফাল্গুন ১৪২৩/০১ মার্চ ২০১৭

নং ৩৪.০০.০০০০.০৭১.০১০.২০১৬-৯৫—জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন ১৯৭৪ (হালনাগাদ সংশোধিত) এর ২০ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক বেগম মাহবুব আরা গিনি এম.পি-কে বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সভানেত্রী পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সিরাজুছ ছালেকীন
সহকারী সচিব।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ অধিশাখা-২

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ২০ মার্চ ২০১৭ খ্রি:

নং ২২.০০.০০০০.০৩৩.০২.০০২.২০১২-৮৫—জীব নিরাপত্তা সংক্রান্ত ন্যাশনাল কমিটি অন বায়োসেফটি (এনসিবি-এর ৮ম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর গাজীপুর, বরিশাল, কুমিল্লা, হবিগঞ্জ এবং রাজশাহীস্থ গবেষণা কেন্দ্রসমূহ প্রোভিটামিন-এ সমৃদ্ধ GR2-E BRRI dhan 29 গোল্ডেন রাইসের 'নিয়ন্ত্রিত-মাঠ পরীক্ষা' (Confined field Trial) সম্পন্ন করার অনুমতি নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে প্রদান করা হল:

(ক) Cartagena Protocol on Biosafety-এর বিধিবিধান অনুযায়ী সর্বোচ্চ প্রাক-সতর্কতা এবং আন্তর্জাতিক মানের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করে ব্রি-এর গাজীপুর, বরিশাল, কুমিল্লা, হবিগঞ্জ এবং রাজশাহীস্থ গবেষণা কেন্দ্রসমূহে নিয়ন্ত্রিত ফিল্ড ট্রায়াল (সিএফটি) সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) নিয়ন্ত্রিত ফিল্ড ট্রায়াল চলাকালীন গোল্ডেন রাইসের ট্রান্সজেনিক ম্যাটেরিয়াল যাতে ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত কোনোভাবেই পরিবেশে ছড়িয়ে না পড়ে সে লক্ষ্যে কার্যকর নিরাপত্তা পদ্ধতি বজায় রাখতে হবে;

(গ) Biosafety Guidelines-এর সেকশন 3.1.7.2-এ বর্ণিত Use of GMOs in the field এবং Amnex-5: Framework for Risk Assessment যথাযথ অনুসরণপূর্বক কনফাইন্ড ফিল্ড ট্রায়াল সম্পন্ন করতে হবে;

(ঘ) গ্রীণহাউজ থেকে শুরু করে কনফাইন্ড ফিল্ড ট্রায়াল-এর যে কোন পর্যায়ে গোল্ডেন রাইসের বীজ বা পরাগরেনু যাতে বাইতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে, সে লক্ষ্যে হ্যান্ডলিং-এর সকল পর্যায়ে যথাযথ সর্তকতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ফিল্ড ট্রায়াল পর্যায়ে যদি গোল্ডেন রাইসের ট্রান্সজেনিক বৈশিষ্ট্য পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে সে ক্ষেত্রে যে কোনো বিরূপ প্রভাবের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ, সংস্থা বা প্রস্তাবক মন্ত্রণালয়কে এর দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে এবং এক্ষেত্রে প্রচলিত আইনে সংশিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক/ক্ষতিপূরণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে;

(ঙ) নিয়ন্ত্রিত ফিল্ড ট্রায়াল কার্যক্রমের সময় যাতে পেস্ট রেজিস্টেন্স-এর উদ্ভব না ঘটে সে লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে;

(চ) নিয়ন্ত্রিত ফিল্ড ট্রায়াল কার্যক্রমের ভৌত অবকাঠামো ও পরিবেশ, মানব-স্বাস্থ্য এবং জীববৈচিত্র্যের উপর ঝুঁকি নিরূপণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের বিস্তারিত কারিগরি দিক অবহিত করে প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার একটি মনিটরিং রিপোর্ট পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় তথা এনসিবি এবং পরিবেশ অধিদপ্তর তথা বিসিসি বরাবরে দাখিল করতে হবে;

(ছ) গবেষণা বিষয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও প্রশাসনকে অবহিত রাখতে হবে;

(জ) যে কোন প্রতিকূল অবস্থায় এনসিবি তথা পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শক্রমে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(ঝ) সিএফটি চলাকালীন বায়োসেফটি মেজারস-এর পুংখানুপুংখ বিবরণসহ প্রতি ১৫ দিন অন্তর এনসিবি এবং বিসিসি-এর বরাবরে একটি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে;

(ঞ) সিএফটি চলাকালীন গোল্ডেন রাইসের এনভায়রনমেন্টাল রিস্ক এসেসমেন্ট, ফুড সেফটি এন্ড নিউট্রিশনাল এসেসমেন্ট-এর যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে। বর্ণিত পরীক্ষণগুলো সম্পন্ন করা না হলে এ গবেষণার পরবর্তী কোনো ধাপ, যেমন: ওপেন ফিল্ড ট্রায়াল বা ফিল্ড রিলিজের জন্য আবেদন করা যাবে না;

(ট) সিএফটি শেষ হলে এর বিস্তারিত ফলাফল এবং বায়োসেফটি ডোসিয়ার এনসিবি এবং বিসিসি বরাবরে দাখিল করতে হবে।

নং ২২.০০.০০০০.০৭৩.০২.০০.২০১২-৮৬—জীব নিরাপত্তা সংক্রান্ত ন্যাশনাল কমিটি অন বায়োসেফটি (এনসিবি)-এর ৮ম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর জীবপ্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক জীবপ্রযুক্তি গবেষণার মাধ্যমে ভাইরাস প্রতিরোধী টমেটোর জাত উদ্ভাবন সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে অনুমতি প্রদান করা হল:

(ক) বায়োসেফটি গাইডলাইন্স অব বাংলাদেশ, ২০০৮ অনুসরণপূর্বক শুধু গবেষণাগারের মধ্যে ভাইরাস প্রতিরোধী টমেটোর জাত উদ্ভাবন সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হতে পারবে;

(খ) গবেষণাগারে উপযুক্ত বায়োসেফটি লেভেল বজায় রাখতে হবে;

(গ) গবেষণাগারে বায়োসেফটি গাইডলাইন্স অব বাংলাদেশ, ২০০৮ এ বর্ণিত বায়ো-হ্যাজার্ড কমিউনিকেশন ব্যবস্থা কার্যকর থাকতে হবে;

(ঘ) পরীক্ষণাধীন ডিএনএ/আরএনএ-এর কোনো অংশ যাতে গবেষণাগারের বাহিরে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সে বিষয়ে যথাসতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষণাধীন অবস্থায় কোনো ট্রান্সজেনিক বৈশিষ্ট্য যদি পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে সে ক্ষেত্রে যে কোনো বিরূপ প্রভাবের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে এর দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে এবং এক্ষেত্রে প্রচলিত আইনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরূদ্ধে শাস্তিমূলক/ক্ষতিপূরণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে;

(ঙ) গবেষণাগারে পরীক্ষণ চলাকালীন বায়োসেফটি মেজারস-এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণসহ প্রতি ৩ মাস অন্তর এনসিবি এবং বিসিসি বরাবরে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

খোরশেদা ইয়াসমীন
উপসচিব।

[একই স্মারক ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত]
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ ফাল্গুন ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/০৮ মার্চ ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং শিম/শাঃ১৯/বঃশেঃমুঃরঃ মেরিটাইম ইউঃ-২/২০১৩-১১১—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির আইনের ১৫(১) ধারা অনুযায়ী কমডোর এ এন এম রেজাউল হক, (এস), এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন (পি নং ৪০৪)-কে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে প্রত্যাবর্তনের জন্য ট্রেজারার পদ হতে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক একই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেষণে নিয়োগকৃত ডীন কমডোর এম খুরশীদ মালিক, (ই), এনইউপি, এনডিইউ, পিএসসি, বিএন (পি নং ২৭৪)-কে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নোক্ত শর্তে ট্রেজারার পদে নিয়োগ প্রদান করতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

১ ট্রেজারার পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ ৪ (চার) বছর হবে। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর উপযুক্ত মনে করলে মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই এ নিয়োগাদেশ বাতিল করতে পারবেন;

২ তিনি তাঁর বর্তমান পদের সমপরিমাণ বেতন-ভাতাদি পাবেন;

৩। বিধি অনুযায়ী তিনি কোষাধ্যক্ষ পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন;

৪। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি আইন, ২০১৩ এর ১৫(৩)(৪)(৫)(৬) ও (৭) উপধারা মোতাবেক তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করবেন।

০২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের আদেশক্রমে

আবদুস সাত্তার মিয়া
সহকারী সচিব।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
অধিশাখাঃ কারিগরি-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০২ চৈত্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১৬ মার্চ ২০১৭ খ্রি:

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৭.১৩.০০৫.১৬-১৩৪—কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীতব্য বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আইন-২০১৭ কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত বোর্ডের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে নিম্নরূপে 'অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থাপনা কমিটি' গঠন করা হলো:

আহ্বায়ক

০১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

০২. কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (উপসচিব বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের)।

০৩. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা তাঁর প্রতিনিধি।

০৪. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা তাঁর প্রতিনিধি।

০৫. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান বা তাঁর প্রতিনিধি।

০৬. উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ঢাকা এর প্রতিনিধি।

০৭. উপাচার্য, ঢাকা ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি (ডুয়েট), গাজীপুর-এর প্রতিনিধি।

০৮. অধ্যক্ষ, টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা।

০৯. অধ্যক্ষ, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

১০. ইঞ্জিনিয়ার এ. কে. এম. এ. হামিদ, প্রেসিডেন্ট, আই.ডি.ই.বি, ঢাকা।

১১. অধ্যক্ষ, এম. এ. সাত্তার, অধ্যক্ষ, শ্যামলী আইডিয়াল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সুবোধ চন্দ্র ঢালী
উপসচিব (কারিগরি-২)।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০১ চৈত্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১৫ মার্চ ২০১৭ খ্রি:

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১১.১৭-১০০—এস.এম.পি'র কোতোয়ালী মডেল থানার মামলা নম্বর-০৭, তারিখ-০৪-১১-২০১৫ খ্রি: ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯, (সংশোধনী-২০১৩) এর ৮/৯(২)/১৩। গত ০৩-১১-২০১৫ খ্রি: তারিখ এস. এম. পি এর কোতোয়ালী মডেল থানাধীন লাল দিঘীরপাড় বন্দর বাজারস্থ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, সিলেট এর সামনে পাকা রাস্তার উপর আসামী আহমেদ তাসভিক @ তাসভিক (২৪) পিতা-মহিউদ্দিন আহম্মেদসহ অন্যান্য আসামীগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত-মোবাইল সেট, কম্পিউটার মুদ্রনকৃত লিফলেট, সীম ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীগণ সরকার ও রাষ্ট্র বিরোধী নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন হিযবুত তাহরীর নামীয় লিফলেট প্রচারপত্র বিলি, নিষিদ্ধ সত্তা সমর্থন ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্ররোচিত করার অপরাধে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১২ ও সংশোধনী-২০১৩) এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৬.১৭-১০১—নওগাঁ জেলার বদলগাছী থানার মামলা নম্বর-১৩, তারিখ-২১-০৭-১৬ খ্রি: ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯, (সংশোধনী/২০১৩) এর ৬ (২) (ঈ)/১৩। গত ২১-০৭-২০১৬ খ্রি: তারিখ নওগাঁ জেলার বদলগাছী থানাধিন দূর্গাপুর দক্ষিণপাড়া গ্রামস্থ ধৃত আসামীদ্বয়ের বসতবাড়ী হতে আসামী মোঃ জামাল উদ্দিন (৫৮) পিতা-মৃত কাজেম উদ্দিনসহ অন্যান্য আসামীগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত-আত্মঘাতী বোমা হামলা কেন কার স্বার্থে বই, মতিউর রহমান নিজামীর বই ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীগণ প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি নষ্ট করার গোপন ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করার অপরাধে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ [(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)] এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৩.১৩-১০৪—রাজশাহী জেলার মোহনপুর থানার সাধারণ ডাইরী নং-১১০১, তারিখ: ৩০-০৪-১৬ খ্রি: মোতাবেক ৩০-০৪-১৬ তারিখ অনুমান রাত ১২.৩০ ঘটিকার সময় অত্র থানাধীন শাহাজীবাজারে বিভিন্ন দোকানের দেওয়াল/বেড়ায় "রাষ্ট্রীয় গুপ্ত হত্যার শিকার ঝিনাইদহের ৪ জন মেধাবী ছাত্র" শিরোনামে লিখিত রঙ্গীন পোষ্টার লাগানোর সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে দৌড়িয়ে পালানোর চেষ্টাকালে আসামী মোঃ সাদেকুল ইসলাম (৪৩) ও মোঃ আমানুল্লাহ (১৬) কে পুলিশ আটক করে। এহন অপরাধ রাষ্ট্র বিরোধী অপরাধ হেতু উক্ত ধারায় মামলা তদন্ত করার জন্য আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধানমতে সরকারের অনুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মমতাজ উদ্দিন
উপসচিব।

পুলিশ-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৬ চৈত্র ১৪২৩/২০ মার্চ ২০১৭

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০৫৭.১৬-৪২৩—যেহেতু, জনাব মোঃ হায়দার আলী মোল্লা (বিপি-৬৩৮৮০৬৯১৯২), সহকারী পুলিশ সুপার, পিটিসি, খুলনা এর বিরুদ্ধে পিটিসি, খুলনার আরআই, ওসি, এমটিসহ, এএসআই (নিঃ)/২৯০ মোঃ শাখাওয়াত হোসেন ও ড্রাইভার কনষ্টেবল/২৭০ মোঃ মনিরুজ্জামান অসাধু উপায় অবলম্বনে বিগত জানুয়ারি/২০১৫ হতে নভেম্বর/২০১৫ পর্যন্ত সময়ে পিটিসি, খুলনার ৫ টনি ট্রাক নং-খুলনা মেট্রো-ম-০৭-০০৭ এর বিপরীতে প্রতিমাসে ১০০ লিটার এবং মাঝে মধ্যে ৮০ লিটার করে জ্বালানী তৈল ইস্যু দেখিয়ে ঐ জ্বালানী তৈল উত্তোলন করতঃ বিক্রি করে অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। উক্ত পুলিশ সদস্যগণ কর্তৃক দাখিলকৃত বিকল ট্রাকের জ্বালানী খরচের পরিসংখ্যানের ডানে ও লগ বহি লেখার/ব্যাখার নীচে তিনি স্বাক্ষর করেন। দায়িত্বরত পুলিশ সদস্য/অফিসারগণ কর্তৃক অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত মনোভাবে জ্বালানী তৈলের ভূয়া খরচ দেখালেও তিনি সম্পূর্ণ নীরব ভূমিকায় অবস্থান করতঃ কোন মন্তব্য না করে কিংবা কোনরূপ পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে শুধুমাত্র দস্তখত প্রদান করে দুর্নীতি করার পথ সুগম করার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমাল, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(এ) ও ৩(বি) বিধি মোতাবেক অদক্ষতা এবং অসদাচরণের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলায় অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা জারি করা হয়; এবং

২। যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন ও ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হন। তিনি ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হলে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, উপস্থাপিত কাগজপত্র, সরকার পক্ষের বক্তব্য, অভিযোগের গভীরতা ও সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণের' অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত। অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ লঘু প্রকৃতির প্রতীয়মান হওয়ায় শুনানীর এই পর্যায়ে তাকে একটি লঘু দণ্ড প্রদান যুক্তিযুক্ত হবে।

৪। সেহেতু, সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে অভিযুক্ত জনাব মোঃ হায়দার আলী মোল্লা (বিপি-৬৩৮৮০৬৯১৯২), সহকারী পুলিশ সুপার, পিটিসি, খুলনা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমাল, ১৯৮৫ এর ৭(২)(বি) বিধি অনুসারে একই বিধিমালার ৪(২)(এ) বিধি মোতাবেক লঘুদণ্ড হিসেবে "তিরস্কার" দণ্ড প্রদান করা হলো।

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ২৯ ফাল্গুন ১৪২৩/১৩ মার্চ ২০১৭

নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০৪৪.১৬-৩৮৯—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ শরিফুর রহমান (বিপি-৭৪০৫১০৩৩২২), অতিরিক্ত উপ পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা (সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, উত্তর, টাঙ্গাইল) এর বিরুদ্ধে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (উত্তর), টাঙ্গাইল হিসেবে কর্মরত থাকাকালীন টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতীতে মোছাঃ সাহেরা বেগম ও তার ছেলে মোঃ আল আমিন-কে গত ১৫-০৯-২০১৫ তারিখে লাঞ্ছিত করার ঘটনার ভয়াবহতা বিবেচনায় না নিয়ে অনাকাঙ্খিত ঘটনা এড়ানোর জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করা। গুলিতে লোক নিহত হওয়ার পর তিনি এবং সার্কেল এএসপি গোপালপুরসহ ঘটনাস্থলের উপর দিয়ে ঘাটাইল থানা এলাকার হামিদপুর বাজারে গমন করলেও কালিহাতী থানা এলাকায় লোক নিহত হওয়ার বিষয়ে কোন খোঁজ খবর না রাখা এবং গত ১৮-০৯-২০১৫ তারিখে ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে ডিউটিরত পুলিশ সদস্যদের ডিউটির কোন তদারকি এবং ডিউটিতে মোতায়েনের পূর্বে পুলিশ সদস্যদেরকে ব্রিফিং প্রদান না করার অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমাল, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(এ) ও ৩(বি) বিধি মোতাবেক অদক্ষতা এবং অসদাচরণের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলায় অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামা জারি করা হয়; এবং

২। যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন ও ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হন। তিনি ব্যক্তিগত শুনানীতে হাজির হলে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, উপস্থাপিত কাগজপত্র, সরকার পক্ষের বক্তব্য, অভিযোগের গভীরতা ও সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণের' অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত। তিনি একজন নবীন কর্মকর্তা এবং ভবিষ্যতে এসব আচরণগত বিষয় অধিকতর সজাগ হওয়ার মত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন বলে প্রত্যাশা করা যায়। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ লঘু প্রকৃতির বিবেচনায় শুনানীর এই পর্যায়ে তাকে লঘু দণ্ডের যেকোন একটি দণ্ড দেয়াই যুক্তিযুক্ত।

৪। সেহেতু, সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে অভিযুক্ত জনাব মোহাম্মদ শরিফুর রহমান (বিপি-৭৪০৫১০৩৩২২), অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা (সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, উত্তর, টাঙ্গাইল)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমাল, ১৯৮৫ এর ৭(২)(বি) বিধি অনুসারে একই বিধিমালার ৪(২)(এ) বিধি মোতাবেক লঘুদণ্ড হিসেবে "তিরস্কার" দণ্ড প্রদান করা হলো;

৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ
সচিব।

আইন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৫ চৈত্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১৯ মার্চ ২০১৭ খ্রি:

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১০.১৭-১১৯—চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানার মামলা নম্বর-১৮, তারিখ-১১-০৬-২০১৬ খ্রি: সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯, (সংশোধনী/২০১৩) এর ৮/৯/১০। গত ১১-০৬-২০১৬ খ্রি: তারিখ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানাধীন শ্যামপুর ইউসি উচ্চ বিদ্যালয় এর খেলার মাঠের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে ফাঁকা জায়গায় আসামী মোঃ শাহ ওয়ালীউল্লাহ (৩০) পিতা-মাওলানা আফসার হোসেনসহ অন্যান্য আসামীগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত-সুটারগান, ককটেল, গানপাউডার ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীগণ নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জেএমবির সক্রিয় সদস্য তাদের সংগঠনের সত্তা সমর্থন পূর্বক অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্রে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১২ ও সংশোধনী-২০১৩) এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১০.১৭-১১৮—চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানার মামলা নম্বর-২৯ তারিখ-১৪-০৬-২০১৬ খ্রিঃ ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯, (সংশোধনী/২০১৩) এর ৮/৯/১০। গত ১৪-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানাধীন তেলকুপি আজমতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পূর্ব দিকে জনৈক কয়েশ পিতা-মৃত সুটু, সাং-আজমতপুর মোল্লাটোলা এর আমবাগানের মধ্যে আসামী মোঃ সাইদুল ইসলাম (৪৫) পিতা-মৃত আজিজুর রহমান @ ঝাটু ও অন্য আসামীর নিকট থেকে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত-ককটেল, গানপাউডার ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীগণ নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জেএমবি'র সক্রিয় সদস্য এবং তাদের সংগঠনের সত্তা সমর্থনপূর্বক অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্রে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১২ ও সংশোধনী, ২০১৩) এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০১০.১৭-১১৭—চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানার মামলা নম্বর-২৩, তারিখ-১৩-০৬-২০১৬ খ্রিঃ ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১৩) এর ৮/৯/১০। গত ১৩-০৬-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানাধীন ১নং ওয়ার্ডের অর্ন্তগত ঘোড়াপাখিয়া গ্রামস্থ জনৈক মনি মিয়ার পুকুরের দক্ষিণ পার্শ্বে আম বাগানে, ঘোড়াপাখিয়া, রানীহাটিতে, আসামী মোঃ ওমর ফারুত@ হ্যালি (৩০) পিতা-মোঃ সাদিকুল ইসলামসহ অন্যান্য আসামীগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত-পিস্তল, কার্তুজ, গানপাউডার ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীগণ নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন হিযবুত তাহরীর সক্রীয় সদস্য এবং তাহাদের সংগঠনের সত্তা সমর্থন পূর্বক অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্রে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ১২০১২ ও সংশোধনী, ২০১৩) এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৪.১৭-১১৬—গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী থানার মামলা নম্বর-১২, তারিখ ১৪-০৭-২০১৬ খ্রিঃ ধারা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১২) এর ৬(২)(ঈ)/১০/১১/১২/১৩। গত ১৪-০৭-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী থানাধীন মহদীপুর মৌজাস্থ মগদীপুর হাই স্কুল সংলগ্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি কক্ষে ১নং আসামী মোঃ মান্না @ ঈমাম বিপুল এর নিকট থেকে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত ব্যাগ, বিভিন্ন বই ইত্যাদি পরিক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীগণ নাশকতামূলক কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশের অখণ্ডতা, সংহতি, জননিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব বিপন্নসহ চলমান সরকারকে উৎখাতসহ দেশের মধ্যে জঙ্গি তৎপরতা চালিয়ে প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তির বড় ধরনের ক্ষতি সাধন করার ষড়যন্ত্রসহ ধর্মভীরু তরুণ, যুবকদের কোরআন ও হাদীসের অপব্যাখ্যা দিয়ে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্ররোচিত করার অপরাধে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১২ ও সংশোধনী, ২০১৩) এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০১.১৭-১১৫—নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানার মামলা নম্বর-০২, তারিখ ০১-০৮-২০১২ খ্রিঃ ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১২) এর ৮/৯(১)/১৩ ধারা। গত ৩১-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখ নরসিংদী জেলার রায়পুরা থানাধীন পাড়াতলী ইউনিয়নের কাচারীকান্দি গ্রামস্থিত, "কাচারীকান্দি মিফতাহুল উলুম মাদ্রাসায়" আসামীদের নিকট থেকে এবং মাদ্রাসাটির অফিস কক্ষ, শ্রেণি কক্ষ ও আশ পাশ তল্লাশী করে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত বিভিন্ন ধরনের জিহাদী বইসহ অন্যান্য সামগ্রী পরীক্ষান্তে ও তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীগণ নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনের সদস্য হয়ে জঙ্গি সংগঠনকে সমর্থন করতঃ রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপ তথা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্ররোচিত করার অপরাধে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১২ ও সংশোধনী, ২০১৩) এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৯.১৭-১১৪—সিএমপি, চট্টগ্রাম এর আকবর শাহ থানার মামলা নম্বর-১১, তারিখ ০৮-১২-২০১৬ খ্রিঃ ধারা-সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী/২০১৩) এর ১০ ধারা। গত ০৮-১২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ সিএমপি, চট্টগ্রাম এর আকবর শাহ থানাধীন উত্তর কাট্টলী মকিম তালুকদার বাড়ী, হাজী মনছুর আহম্মদ এর তৃতীয় তলা নির্মাণধীন বিল্ডিং এর দ্বিতীয় তলার উত্তর পার্শ্বে আসামীদের বসবাসের কক্ষের পূর্ব কোণ হতে আসামী মাওলানা মোঃ তাজুল ইসলাম সুমন মাতুব্বর (২৯), পিতা মোঃ আঃ রাজ্জাক মাতুব্বরসহ অন্যান্য আসামীগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত চাপাতি, ছুরি, হেক্সো ব্লেড, বই ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীগণ বাংলাদেশের সংহতি জননিরাপত্তা বিপন্ন করাসহ জনগণের মধ্যে আতংক সৃষ্টির লক্ষ্যে সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা এবং অপরাধ সংঘটনের মতো জঘন্যতম অপরাধের ষড়যন্ত্র করার অপরাধে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১২ ও সংশোধনী, ২০১৩) এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মমতাজ উদ্দিন
উপসচিব।

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

কারা-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০২ চৈত্র ১৪২৩/১৬ মার্চ ২০১৭

নং ৪৪.০০.০০০০.০৮৪.০১.০০১.২০১৬-১০৭—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৭-০২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখের ০৫.১৩৩.০০৬.০৩.১৬১.০৪.২০১২-৪৮ নং পত্রের প্রেক্ষিতে কারা অধিদপ্তরের কারা মহাপরিদর্শক (প্রিজন) পদটি গ্রেড-৩ থেকে গ্রেড-২ এ উন্নীত করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শিরীন রুবী
উপসচিব।

কারা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৮ চৈত্র ১৪২৩/২২ মার্চ ২০১৭

নং ৪৪.০০.০০০০.০২৪.০৫.০০১.১৬-১৪৩—যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীদের কারা বিধি ১ম খণ্ডের বিধি ৫৬৯ অনুযায়ী এবং ফৌজদারী কার্যবিধি এর ৪০১(১) ধারার ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নবর্ণিত ০৯(নয়) জন কয়েদীর অবশিষ্ট কারাদণ্ড ও জরিমানা দণ্ড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) মওকুফ করেছে ঃ

ক্রমিক নং	কয়েদী নম্বর, নাম, পিতার নাম, ঠিকানা ও বয়স	কারাগারের নাম
১.	কয়েদী নং-২০৯/এ, আঃ কাদের ব্যাপারী, পিতা-আঃ মজিদ ব্যাপারী, সাং-খাগুচর, থানা+জেলা-মাদারীপুর, বয়স-৭০ বছর।	কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার, গাজীপুর
২.	কয়েদী নং-৮৮৩৯/এ, তরিকুল ইসলাম @ লাল মিয়া, পিতা-মুক্তোল হোসেন, গ্রাম-চল্লিশ কাহনিয়া, থানা-বারহাট্টা, জেলা-নেত্রকোণা বয়স-৫৫ বছর।	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার
৩.	কয়েদী নং-৮৬৫/এ, শাহজাহান আলী খলিফা, পিতা-মৃত আয়েন উদ্দিন খলিফা, সাং-কালিকাদহ, থানা-ভাংগুড়া, জেলা-পাবনা, বয়স-৭০ বছর।	পাবনা জেলা কারাগার
৪.	কয়েদী নং-১৮৩২/এ, ইউনুছ খলিফা, পিতা-মৃত ময়েন উদ্দিন, সাং-কালিকাদহ, থানা-ভাংগুড়া, জেলা-পাবনা, বয়স-৮৭ বছর।	পাবনা জেলা কারাগার
৫.	কয়েদী নং-৫৬৭৭/এ, হোসনে আরা বেগম, স্বামী-মৃত শফিউল বসার, সাং-লোন্দা, থানা-কলাপাড়া, জেলা-পটুয়াখালী, বয়স-৫৩ বছর।	পটুয়াখালী জেলা কারাগার
৬.	কয়েদী নং-১৬৭/এ, আশরাফ আলী, পিতা-মৃত মকবুল আলী, সাং-আকুয়া, থানা-রাজনগর, জেলা-মৌলভীবাজার, বয়স-৬০ বছর।	মৌলভীবাজার জেলা কারাগার
৭.	কয়েদী নং-৫০৯৮/এ, মোঃ জাহাঙ্গীর, পিতা-নবীর উদ্দিন, সাং-চক কানু, থানা-মান্দা, জেলা-নওগাঁ, বয়স-৪৬ বছর।	নওগাঁ জেলা কারাগার
৮.	কয়েদী নং-২২৩/এ, মোঃ জগলুল মেহেদী @ জগলু, পিতা-মৃত আঃ মান্নান, সাং-কসবাআটিয়া, থানা-দেলদুয়ার, জেলা-টাংগাইল, বয়স-৫০ বছর।	কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১
৯.	কয়েদী নং-৭১৪৯/এ, লাইলী বেগম, স্বামী-মৃত বাহার মিয়া, সাং-মোগড়া মধ্যপাড়া, থানা-আখাউড়া, জেলা-বিঃ বাড়িয়া, বয়স-৬১ বছর।	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার

২। এ প্রজ্ঞাপনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অনুমোদন রয়েছে।

৩। অন্য কোন কারণে আটক রাখা আবশ্যকতা না থাকলে তাদেরকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

মোহাম্মদ আলী
সহকারী সচিব।

আইন-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ৩০ ফাল্গুন ১৪২৩/১৪ মার্চ ২০১৭

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৬.১৬(অংশ-১)-৯৮—নীলফামারী জেলার নীলফামারী সদর থানার মামলা নম্বর-০১, তারিখ ০১-০৫-২০১৬ খ্রিঃ ধারা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১৩) এর ৭/৮/৯/১০/১২/১৩/১৪ ধারা। গত ৩০-০৪-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ নীলফামারী জেলার নীলফামারী সদর থানাধীন আরাজী ইটাখোলা পশালবাড়ীস্থ ২নং আসামী মোঃ মাসুদার রহমান @ ইব্রাহিম @ মাসুদ এর বাড়ীতে আসামী মোঃ আব্দুর রহমান (২৫) পিতা-মোঃ গোলাম মোস্তফা @ বাবুসহ অন্যান্য আসামীগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত মোবাইলসেট, সীম ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীগণ নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংঘঠন জেএমবি এর সদস্য, হিসেবে জঙ্গী সংগঠনকে সমর্থন করা, চাঁদা প্রদান করা, অপরাধ সংগঠনের পরকল্পনা, প্ররোচনা, সহায়তা প্রদান ও অপরাধীকে আশ্রয়দান করার অপরাধে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১২ ও সংশোধনী, ২০১৩) এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৭.১৭-৯৯—শেরপুর সদর থানার মামলা নম্বর-০৫, তারিখ ০৪-১২-২০১২ খ্রিঃ ধারা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১৩) এর ১০/১৩ ধারা। গত ০৪-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ শেরপুর জেলার শেরপুর সদর থানাধীন শেরপুর পৌরসভাস্থ গৌরিপুর বিএনপির নেতা ফজলুর রহমান বাদশার বাড়ীতে আসামী মোঃ আঃ হামিদ (৫২) পিতা-মৃত হাফিজ উদ্দিনসহ অন্যান্য আসামীগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত জামায়াতে ইসলামীর লিফলেট, অধ্যাপক গোলাম আজমের লেখা বই ও অন্যান্য বই ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিক ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীগণ বাংলাদেশের নিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার নিমিত্ত এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচাল করার জন্য সন্ত্রাসী কার্যের ষড়যন্ত্র এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্ররোচনার অপরাধে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগত ভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১২ ও সংশোধনী, ২০১৩) এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

তারিখ, ০২ চৈত্র ১৪২৩/১৬ মার্চ ২০১৭

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২.০০৩.১৭-১১২—নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানার মামলা নম্বর-২৬, তারিখ ২২-১১-২০১৬ খ্রিঃ ধারা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১৩) এর ৬(২)/৮/৯/১০/১১/১৩ ধারা। গত ২২-১১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানাধীন চিটাগাং রোড এর ০৪ তলা বিশিষ্ট হাজী আহসান উল্লাহ সুপার মার্কেট (মুক্তি সরণী) যাহার ৩য় তলায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, কাঁচপুর শাখা ও ২য় তলায় অগ্রণী ব্যাংক, ডেমরা শাখা নারায়ণগঞ্জ এর সামনে ঢাকা-চিটাগাং মহাসড়কের দক্ষিণ পার্শ্বে আসামী মোঃ আব্বাস আলী @ তোতা (৩০) পিতা মোঃ ইদ্রিস আলী ও অন্য আসামীর নিকট থেকে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত বিভিন্ন বাণী সম্বলিত জিহাদী বই, চাপাতি, চাকু ইত্যাদি পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীদ্বয় ও তাহাদের সহযোগিরা স্বজ্ঞানে, সচেতন ভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশের অখণ্ডতা,

সংহতি, জননিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার জন্য জনসাধারণের কোন অংশের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করার অসৎ উদ্দেশ্যে কিংবা স্পর্শকাতর কোন ব্যক্তিকে হত্যা, গুরুতর জখম কিংবা সরকারের ক্ষতিসাধন ও ধ্বংস করার সক্রিয় ষড়যন্ত্র, প্রস্তুতি ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে উঠতি বয়সের যুবক-যুবতীদের প্ররোচিত করে নিজেদের দলভুক্তির উদ্দেশ্যে ধারালো চা-পাতি, ছুরি জিহাদী বই ইত্যাদি নিজেদের দখলে ও নিয়ন্ত্রণে রেখে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্ররোচিত করার অপরাধে জড়িত। তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে আবশ্যকীয় বিধায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী, ২০১২ ও সংশোধনী, ২০১৩) এর ধারা ৪০ উপ-ধারা (২) এর অধীন সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মমতাজ উদ্দিন
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

শৃংখলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ মার্চ ২০১৭

নং ৪৫.১৫১.০২৭.০০.০০.০১২.২০১৭/১৭৮—যেহেতু, ডাঃ শিরীন চৌধুরী, সহকারী পরিচালক (চঃদাঃ), জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, সিলেট গত ০৯-০৩-১৯৯৭ তারিখের স্বাপকম/পার-৪/বিবিধ-৬/৮৮/৫৩ নং স্মারক মোতাবেক ০৪ (চার) মাসের বহিঃ বাংলাদেশ ছুটি নিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করেন;

যেহেতু, তিনি মঞ্জুরীকৃত ছুটিভোগ শেষে কর্মস্থলে যোগদান না করে গত ০১-০৭-১৯৯৮ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, গত ২৮-০২-২০০৩ তারিখে তার সরকারি চাকুরীতে অনুপস্থিতকাল (অনুমোদিত এবং অননুমোদিত বিহীন ছুটিসহ) ধারাবাহিকভাবে ০৫ (পাঁচ) বছরের অধিককাল অতিক্রান্ত হয়েছে;

সেহেতু, বিএসআর (পার্ট-১)-এর ৩৪ বিধি মোতাবেক তাঁর চাকুরী স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবসান ঘটেছে এবং এই অবসান ডাঃ শিরীন চৌধুরী, সহকারী পরিচালক (চঃদাঃ), জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, সিলেট এর কর্মস্থলে অনুপস্থিতির মেয়াদ ০৫(পাঁচ) বছর পূর্ণ হওয়ার পরদিন অর্থাৎ ০১-০৩-২০০৩ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

জনস্বার্থে এই প্রজ্ঞাপন জারি করা হলো।

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪ ফাল্গুন ১৪২৩/০৮ মার্চ ২০১৭

নং ৪৬.০৪৫.০২৭.০৮.৪২.০৪২.২০১৭-২৫০—যেহেতু, জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম মান্নান, চেয়ারম্যান, সোনারগাঁও উপজেলা পরিষদ, নারায়ণগঞ্জ এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সোনারগাঁও থানার মামলা নং ৩৯, (১১)১৩ (জিআর ৫৩১/১৩) ও মামলা নং ৪০ (১১) ১৩ (জিআর ৫৩২/১৩) এর অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়েছে ;

যেহেতু, জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম মান্নান, চেয়ারম্যান, সোনারগাঁও উপজেলা পরিষদ, নারায়ণগঞ্জ এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সোনারগাঁও মামলা সমূহের অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় তাঁর দ্বারা উপজেলা পরিষদের ক্ষমতা প্রয়োগ জনস্বার্থের পরিপন্থি মর্মে সরকার মনে করে ;

সেহেতু, উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ১৩খ(১) ধারা অনুসারে সোনারগাঁও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম মান্নানকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হ'ল।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হ'ল এবং অবিলম্বে তা কার্যকর হবে।

ড. জুলিয়া মঈন
উপসচিব।

(উন্নয়ন-১ শাখা)

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ০৯ চৈত্র ১৪২৩/২৩ মার্চ ২০১৭

নং ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০৪৫.২০১৫-২৭৩—জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিল্লুর রহমান, উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, রুমা জেলা বান্দরবান (সাবেক সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, এলজিইডি, জেলা বান্দরবান)-এর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ১১(গ)/৩০ ও তৎসহ দঃবিঃ ৩০৭/৫০৬(ii) ধারার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল বান্দরবান এর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যু হয়। বিএসআর পার্ট-১ এর ৭৩ বিধি এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২১-১১-১৯৭৮ তারিখের ED (Reg. VII) S-১২৩/৭৮-১১৫(৫০০) নম্বর এবং ১৫-০৫-১৯৮১ তারিখের ED(Reg. VI) S-১১৯/৮০-৩৭(৫০০) নম্বর স্মারক মোতাবেক তাঁকে এ বিভাগের ১২-০২-২০১৭ তারিখের ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০৪৫.২০১৫-১৪৯ সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়।

গত ২৬-০১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে বিজ্ঞ আদালত উক্ত মামলায় অভিযোগ থেকে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করে মামলাটি নিষ্পত্তি করায় জনাব নাজমুস সাদাত মোঃ জিল্লুর রহমান, উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, রুমা জেলা বান্দরবান (সাবেক সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, এলজিইডি, জেলা বান্দরবান)-কে ১২-০২-২০১৭ তারিখের ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০৪৫.২০১৫-১৪৯ নং স্মারক মূলে চাকুরী হতে সাময়িক বরখাস্ত করণ আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

বিধি মোতাবেক তিনি সকল সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

তারিখ, ১৩ চৈত্র ১৪২৩/২৭ মার্চ ২০১৭

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৭.২৭.০১২.২০১৭-২৭৫—জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম দেওয়ান, সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, এলজিইডি, নাটোর, সাবেক কর্মস্থল সুনামগঞ্জ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে কর্মরত থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা-জয়শ্রী সড়ক নির্মাণ কাজে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক ধর্মপাশা থানার মামলা নং-১ তারিখঃ ০৪-১০-২০১৬ দায়ের হয়। উক্ত মামলায় বর্তমানে তিনি জেল হাজতে আছেন।

২। এমতাবস্থায়, বিএসআর পার্ট-১ এর ৭৩ বিধি এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২১-১১-১৯৭৮ তারিখের ED (Reg. VII) S-১২৩/৭৮-১১৫(৫০০) নম্বর এবং ১৫-০৫-১৯৮১ তারিখের ED (Reg. VI) S-১১৯/৮০-৩৭(৫০০) নম্বর স্মারক মোতাবেক তাঁকে চাকুরী হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

৩। সাময়িকভাবে বরখাস্তকালীন সময়ে প্রচলিত বিধি মোতাবেক তিনি খোরকী ভাতা (Subsistence allowance) প্রাপ্য হবেন।

৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ ২০-০২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুল মালেক
সচিব।

উপজেলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ০৮ চৈত্র ১৪২৩/২২ মার্চ ২০১৭

নং ৪৬.০৪৫.০২৭.০৮.১০৪.১০৪.২০১৬-২৮৯—যেহেতু, জনাব ক্যবামং মার্মা, চেয়ারম্যান, রোয়াংছড়ি উপজেলা পরিষদ, বান্দরবান পার্বত্য জেলা কর্তৃক যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে পরিষদের পর পর সাতটি সভায় অনুপস্থিত থাকা এবং বিধি বহির্ভূতভাবে ভাইস চেয়ারম্যানকে নিজেই চেয়ারম্যানের দায়িত্ব প্রদানের বিষয়টি প্রাথমিক ভাবে প্রমাণিত হয়েছে ;

যেহেতু, স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গত ১৩-০২-২০১৭ তারিখে জারীকৃত কারন দর্শানো নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ২৫-০২-২০১৭ তারিখে দাখিলকৃত জবাব সন্তোষজনক নয় মর্মে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে ; এবং

যেহেতু, তাঁর এহেন কর্মকান্ডে তাঁকে উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ১৩(১)(ক) ও ১৩(১)(গ) ধারায় অসদাচরণ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের দোষে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেহেতু, সরকার জনস্বার্থে তাঁকে তাঁর স্বীয় পদ হতে অপসারণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ;

এমতাবস্থায়, উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ১৩(২) ধারা অনুসারে বান্দরবান পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব ক্যবামং মার্মাকে রোয়াংছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদ হতে অপসারণ করা হলো।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৬.০৪৫.০২৭.০৮.৩৭.০৩৭.২০১৫-২৯৫—যেহেতু, জনাব মোঃ মুর্শেদ কামাল চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান, লাখাই উপজেলা পরিষদ, হবিগঞ্জ এর বিরুদ্ধে লাখাই থানার ফৌজদারী মামলা নং-০২(০৪)২০০৮ এর অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়েছে;

যেহেতু, বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক জনাব মোঃ মুর্শেদ কামাল চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান, লাখাই উপজেলা পরিষদ, হবিগঞ্জ এর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র গৃহীত হওয়ায় তাঁর দ্বারা উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানের ক্ষমতা প্রয়োগ জনস্বার্থের পরিপন্থি মর্মে সরকার মনে করে ;

সেহেতু, উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ১৩খ(১) ধারা অনুসারে হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মুর্শেদ কামাল চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান, লাখাই উপজেলা পরিষদ, হবিগঞ্জকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হ'ল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হ'ল এবং অবিলম্বে তা কার্যকর হবে।

তারিখ, ০৯ চৈত্র ১৪২৩/২৩ মার্চ ২০১৭

নং ৪৬.০৪৫.০২৭.০৮.১২২.১২২.২০১৭-৩০১—যেহেতু, জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম সরকার, ভাইস চেয়ারম্যান, মুরাদনগর উপজেলা পরিষদকে এস টি ৬৫৩/১৬, কোতয়ালী থানার সি আর ১০৬১/১৩ মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে দণ্ড প্রদান করা হয়েছে ;

যেহেতু, তাঁর এহেন কর্মকান্ড উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ১৩(১)(খ) ধারার অপরাধের শামিল। সেহেতু, সরকার জনস্বার্থে তাঁকে তাঁর স্বীয় পদ হতে অপসারণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ;

এমতাবস্থায়, উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ধারা ১৩(২) ধারা অনুসারে মুরাদনগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম সরকারকে মুরাদনগর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদ হতে অপসারণ করা হলো।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

লুৎফুন নাহার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

খাদ্য মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৬ চৈত্র ১৪২৩/৩০ মার্চ ২০১৭

খাদ্য মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন খাদ্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এর গণকর্মচারীদের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ নীতিমালা, ২০১৭।

নং ১৩.০০.০০০০.০১৩.১৮.০০২.১৬-২২২—খাদ্য মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন খাদ্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের গণকর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে তাদের কর্মজীবন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে প্রশিক্ষণ নীতিমালা, ২০১৭ জারি করা হলো।

১। ভূমিকা ঃ

১.১। **খাদ্য মন্ত্রণালয়ঃ** খাদ্য মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ২০০৬ সালে প্রণীত জাতীয় খাদ্যনীতিতে[১] সকল সময়ে দেশের সকল মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে ; খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থায় খাদ্যের লভ্যতা ও প্রাপ্যতা ছাড়াও নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টির কথা বলা হয়েছে। জাতীয় খাদ্যনীতি বাস্তবায়ন এবং কর্মরত কর্মচারীদের প্রণোদনা প্রদান ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার লক্ষ্যে খাদ্যশস্য সরবরাহের জন্য 'বেঙ্গল সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট' সৃষ্টি করা হয়। এরপর অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রণালয় এবং ২০০৪ সালে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। অতঃপর ২০০৯ সালে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় পুনর্গঠিত হয়ে খাদ্য বিভাগ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ সৃষ্টি হয়। সর্বশেষ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে উক্ত দুটি বিভাগ খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় নামে দুটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত হয়।

১.২। **খাদ্য অধিদপ্তর ঃ** সময়ের বিবর্তনে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায় সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট আজকের খাদ্য অধিদপ্তর। খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী মহাপরিচালকের অধীনে পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালক; মাঠ পর্যায়ে প্রধান মিলার, আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সাইলো অধীক্ষক, চিফ কন্ট্রোলার অব ঢাকা রেশনিং, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চলাচল ও সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রক, ব্যবস্থাপক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খাদ্য পরিদর্শক এবং অন্যান্য সহায়ক পদে কর্মচারী রয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তরে মঞ্জুরীকৃত মোট ১৩৬৭৬টি পদের মধ্যে বিসিএস (খাদ্য) ক্যাডারে ২৩৬ টি, নন-ক্যাডারে ৬৫৭টি, ১০ম গ্রেডে ১৭৫৭টি, ১১-১৬তম গ্রেডে ৪৭৩০টি এবং ১৭-২০তম গ্রেডে ৬২৯৬টি পদ রয়েছে। কর্মচারীদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ ও প্রযুক্তিনির্ভর জনবলে রূপান্তরের উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য।

১.৩। **বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ঃ** বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিগত ১০ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে দেশের নাগরিকের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ অনুমোদন করে। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করতে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান এবং নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে। আইনের আলোকে এবং উৎকৃষ্ট পন্থায় গৃহীত খাবার সব সময় এবং সকলের জন্য সর্বোচ্চ সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পৌঁছানো এ কর্তৃপক্ষের অন্যতম দায়িত্ব। বাংলাদেশে একটি আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করে জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এবং বাংলাদেশ সরকারের রূপকল্প ২০২১ অর্জনের মত মহতি কাজে সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে।

১.৪। **প্রশিক্ষণ নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ**

ক। **প্রশিক্ষণ নীতিমালার লক্ষ্য ঃ** টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও রূপকল্প ২০২১ এ ঘোষিত ক্ষুধামুক্তি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ২১ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপযোগী জ্ঞান, উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টি করার মাধ্যমে জনসেবা নিশ্চিত করা।

খ। **প্রশিক্ষণ নীতিমালার উদ্দেশ্য ঃ**

১. খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল স্তরের কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন এবং দায়িত্বশীলতা, পেশাগত জ্ঞান ও খাদ্য ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণসহ দেশে/বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং নিয়মিত ব্যবধানে রিফ্রেসার্স ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা।

২. খাদ্যনীতি বাস্তবায়ন, খাদ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন ও ডিজিটাইজেশন এবং খাদ্যশস্য সংগ্রহ, মজুদ, চলাচল ও বিতরণ ব্যবস্থা সময়োপযোগী ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে গবেষণা এবং কার্যকর ও দক্ষতার সাথে প্রশিক্ষণ সমন্বয় করার উদ্দেশ্যে খাদ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষে একটি করে পূর্ণাঙ্গ ট্রেনিং ও রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা।

৩. খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আধুনিকায়ন ও প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টি করা।

১.৫। **প্রশিক্ষণ নীতিমালার কৌশল ঃ**

ক. জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা[২], ২০০৩ অনুযায়ী খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

খ. অর্থ বছরের শুরুতেই খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নবনিযুক্ত ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বিভাগীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, কর্মরত কর্মচারীদের জন্য স্কিল আপডেটিং, আপগ্রেডিং, স্পেশাল কোর্স এবং রিফ্রেসার্স কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনবল গড়ে তোলা এবং তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি ও হালনাগাদ করা।

গ. বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা করা।

ঘ. প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের স্থানীয় পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ।

ঙ. খাদ্য মন্ত্রণালয় ট্রেনিং স্ট্যান্ডিং কমিটি (TSC) ও আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুরূপ ট্রেনিং মনিটরিং কমিটি গঠন করতে হবে যা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমন্বয় ও মনিটরিং এর কাজ করবে। এছাড়া এ কমিটিসমূহ প্রশিক্ষণ নীতিমালা হালনাগাদসহ প্রয়োজনীয় আদেশ ও গাইডলাইন তৈরী করবে। ট্রেনিং স্ট্যান্ডিং কমিটির (TSC) একটি নির্বাহী কমিটি (ECTSC) যা ট্রেনিং স্ট্যান্ডিং কমিটির পক্ষে কাজ করবে।

২। **প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ঃ**

২.১। **নীতিমালা ও প্রযোজ্যতা ঃ** খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই নীতিমালার আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে।

২.২। **সুবিধাভোগী ঃ** খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নিম্নেবর্ণিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই নীতিমালার আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে ঃ

১। বিসিএস খাদ্য ক্যাডারের কর্মকর্তা ;

২। খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ;

৩। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ননক্যাডার ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা ;

৪। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষে কর্মরত পদোন্নতিপ্রাপ্ত ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা ;

৫। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষে কর্মরত ২য় শ্রেণির সকল কর্মকর্তা ;

৬। খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর ও কর্তৃপক্ষে কর্মরত সকল সাপোর্ট স্টাফ (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি) ;

২.৩। **খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ ঃ**

১। বিসিএস ক্যাডারের নবনিযুক্ত ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের খাদ্য ব্যবস্থাপনা তথা খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা-বিশেষত খাদ্যশস্য সংগ্রহ, মজুদ, চলাচল ও বিতরণ ;

২। সরকারি কর্মচারীদের জন্য চাকরি সম্পর্কিত প্রচলিত বিধি বিধান এবং সংবিধান, আইন, মামলা ও কোর্ট কেইস, দুর্নীতি দমন, হিসাব ও নিরীক্ষা ইত্যাদি ;

৩। স্থাপনা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ;

৪। ব্যাংকিং, অর্থনীতি, বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা;

৫। বাংলাদেশের ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, মানবাধিকার, নৈতিকতা ও সুশাসন ;

৬। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ;

৭। শিপিং, আন্তর্জাতিক ট্রেড ও সংস্থা ;

৮। পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, স্বাস্থ্যবিধি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা;

৯। জনসংযোগ ও সংবাদ লিখনের কলা-কৌশল ;

১০। উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ;

১১। অফিস ও নথি ব্যবস্থাপনা, ভূমি ব্যবস্থাপনা ;

১২। প্রয়োজন অনুসারে অন্য যে কোন বিষয় ;

১৩। ক্লাসরুম ভিত্তিক ইন্টারএ্যাকটিভ প্রশিক্ষণ ছাড়াও কেইস স্টাডি, ডেমনস্ট্রেশন, ডিসকাসন, এসাইনমেন্ট, ভিডিও প্রদর্শন, ইনডিভিজুয়াল/গ্রুপ এক্সারসাইজ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে ;

১৪। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ই-ট্রেনিং/অনলাইন স্টাডিজের ব্যবস্থা করা হবে ;

১৫। প্রশিক্ষণার্থীদেরকে খাদ্য বিভাগের বিভিন্ন স্থাপনা, ঐতিহাসিক স্থান, ললিতকলা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পরিদর্শন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগের জন্য স্টাডি ট্যুরের আয়োজন করা হবে ;

১৬। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য শরীর চর্চা ও খেলাধুলার ব্যবস্থা রাখা হবে এবং অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হবে।

২.৪। **প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ ঃ**

ক. **বিভাগীয় প্রশিক্ষণ ঃ** বিসিএস ক্যাডারে নবনিযুক্ত সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী এবং পদোন্নতিপ্রাপ্ত সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের ৪ মাস মেয়াদী বিভাগীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। বিভাগীয় প্রশিক্ষণে কর্মকর্তাদের জন্য মাঠ পর্যায়ে স্থাপনা পরিদর্শন ও অন দি জব ট্রেনিং অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

খ. **বিশেষ বিভাগীয় প্রশিক্ষণ ঃ** বিসিএস ক্যাডারে পদোন্নতিপ্রাপ্ত সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলীদের
২ মাস মেয়াদী বিশেষ বিভাগীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। বিভাগীয় প্রশিক্ষণে কর্মকর্তাদের জন্য মাঠ পর্যায়ে স্থাপনা পরিদর্শন ও অন দি জব ট্রেনিং অন্তর্ভুক্ত থাকবে। উল্লেখ্য, যে সকল কর্মকর্তাদের বয়স ৪০ বছর অতিক্রম করেছে এবং ৫০ বছর এর নিচে তাদের জন্য এ প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হবে।

২.৫। **প্রবেশন পিরিয়ড ঃ** দুই বছরের প্রবেশন পিরিয়ডে যে সকল ১ম শ্রেণির খাদ্য ক্যাডারের কর্মকর্তা বুনিয়াদি ও বিভাগীয় প্রশিক্ষণ সাফল্যজনকভাবে সম্পন্ন করবে এবং বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তাদেরকে চাকরিতে স্থায়ী করা হবে।

২.৬। **নবনিযুক্ত ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত ঃ** উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খাদ্য পরিদর্শক, উপ-খাদ্য পরিদর্শক, সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক এবং প্রধান সহকারী, হিসাবরক্ষক, উচ্চমান সহকারী ও অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিকসহ অন্যান্য কর্মচারীদের জন্য ১ মাসব্যাপী বিভাগীয় প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হবে। এছাড়া ১৭-২০ তম গ্রেডে নিযুক্ত কর্মচারীদেরও ১৫ দিনব্যাপী বিভাগীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

২.৭। বিভাগীয় প্রশিক্ষণার্থীদের প্রাক ও প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়ন করা হবে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মুল্যায়ন নীতিমালা, ২০১৩ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুসৃত হবে।

২.৮। বিসিএস খাদ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণে কৃতিত্ব অর্জনকারীদেরকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান করা হবে।

২.৯। প্রশিক্ষণ বিভাগ প্রতি বছর রিফ্রেসার্স কোর্সের আয়োজন করবে এবং খাদ্য ক্যাডার/ননক্যাডার সকল কর্মকর্তাদের এবং অন্যান্য কর্মচারীদের জন্য ৫ বছর অন্তর রিফ্রেসার্স কোর্স আয়োজন করবে। এই নীতিমালায় বর্ণিত বিষয়বস্তু ছাড়াও নতুন বিষয় রিফ্রেসার্স কোর্সের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

২.১০। খাদ্য ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত রেশনিং, বন্দর, ময়দাকল ও ল্যাবরেটরীতে কর্মরত কর্মচারী এবং গুদামে কর্মরত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নিয়মিত ব্যবধানে ইন-সার্ভিস কোর্স হিসেবে স্কিল আপডেটিং কোর্স; স্থাপনা রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত কর্মচারী, কারিগরি খাদ্য পরিদর্শক, সাইলো সুপারভাইজার ও মোটরযান বিভাগের কর্মচারীদের জন্য টেকনিক্যাল স্কিল আপগ্রেডিং কোর্স এবং সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে Need Based Training Course/বিশেষ কোর্সের আয়োজন করা হবে।

২.১১। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কম্পিউটার সাক্ষরতা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশে/বিদেশে মৌলিক ও উচ্চতর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে।

২.১২। **আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ঃ** খাদ্য অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পর্যায়ে বর্তমানে কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অধীনে কম্পিউটার ও অন্যান্য প্রযুক্তিসহ প্রশিক্ষণ সুবিধা সৃষ্টি করা হবে। এখানে উপ-খাদ্য পরিদর্শক, সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক এবং অফিস স্টাফসহ কর্মচারীদের বিভাগীয় প্রশিক্ষণ, রিফ্রেসার্স ও অন্যান্য কোর্সের আয়োজন করা হবে। আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে বছরে অন্তত ৩টি প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হবে।

২.১৩। সকল ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাকে তাদের পেশাগত উন্নতির লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন ওয়ার্কসপ, সেমিনারে প্রেরণ করতে হবে।

২.১৪। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্রে প্রত্যেক সরকারি কর্মচারীকে বছরে ১০০ ঘন্টা ইন-হাউজ/স্থানীয়/আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে বিধায় অনুরূপ ট্রেনিং প্রদান করা হবে।

২.১৫। **২য় শ্রেণির কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ঃ** খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাদের জন্য এই নীতিমালার আওতায় বছরে ১০০ ঘণ্টা ইন-হাউজ/ স্থানীয়/আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩। সাপোর্ট স্টাফ প্রশিক্ষণ ঃ

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য এই নীতিমালার আওতায় বছরে ১০০ ঘণ্টা ইন-হাউজ/স্থানীয়/আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.১। **মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ঃ** খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য Advanced Course on Administration and Development (ACAD) ট্রেনিং এর অনুরূপ ২মাস মেয়াদি ট্রেনিং এর আয়োজন করতে হবে।

৩.২। **ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ ঃ** খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ঊর্ধ্বতন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য Senior Staff Course (SSC) ট্রেনিং এর অনুরূপ দেড় মাস মেয়াদী ট্রেনিং এর আয়োজন করতে হবে।

৩.৩। স্থানীয় প্রশিক্ষণ ঃ

ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত এবং দেশের অভ্যন্তরে প্রথিতযশা সরকারি/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যথা বিপিএটিসি, বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস একাডেমি, বার্ড, আরডিএ, এনএপিডি, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, বিআইএএম, ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কোর্সে যোগ্য ও আগ্রহীদের মনোনয়ন প্রদান করা হবে।

খ. জনপ্রশাসন ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়/দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী বিভিন্ন কোর্স/প্রশিক্ষণে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন দেওয়া হবে।

গ. সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক নীতিমালা[৪] আলোকে একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড সংশ্লিষ্ট শিক্ষা, পোস্ট গ্রাজুয়েট, মাস্টার্স, এমএস, এমফিল, পিএইচডি এবং পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চের জন্য অনুমোদন প্রদান করা হবে। প্রস্তাবিত উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণ করলে বৃত্তি প্রদানের নিমিত্ত অর্থ প্রদান করতে হবে।

৩.৪। উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হবে এবং অন্যান্য ইনস্টিটিউটে অনুরূপ সেমিনার/ওয়ার্কশপে কর্মচারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হবে।

৩.৫। খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুষ্টি বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানিয়ে কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং এ বিষয়ে নবসৃষ্ট ধারণার সাথে পরিচিতির জন্য সেমিনার বা ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হবে।

৩.৬। খাদ্য ক্যাডার/ননক্যাডার সকল কর্মকর্তাদের এবং অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ৫ বছর অন্তর রিফ্রেসার্স কোর্স আয়োজন করতে হবে। এই নীতিমালায় বর্ণিত বিষয়বস্তু ছাড়াও নতুন বিষয় রিফ্রেসার্স কোর্সের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

৩.৭। বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণ ও " Training of Trainers" (ToT) ট্রেনিং: খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নিয়োজিত প্রকৌশলীদের জন্য বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণের ও ট্রেনারদের জন্য " Training of Trainers" (ToT) আয়োজন করতে হবে।

৩.৮। **প্রশিক্ষণ থেকে অব্যাহতি ঃ** বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত মধ্যম এবং উচ্চপর্যায়ের যেসব কর্মকর্তাদের বয়স ৫৬ বছরের ঊর্ধ্বে তাদের ACAD/SSC এর অনুরূপ প্রশিক্ষণে মনোনয়ন দেওয়া যাবে না।

৪। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ঃ

৪.১। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ঃ

ক. খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও পুষ্টি সম্পর্কে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের হালনাগাদ জ্ঞান ও ধারণার সাথে পরিচিতি এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কর্মকর্তাদের বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

খ. বৈদেশিক সূত্র হতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ও সফরে মনোনয়নের ক্ষেত্রে খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তরের ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তাদের বিবেচনা করা হবে।

গ. বৈদেশিক প্রশিক্ষণে মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে যারা ইতোপূর্বে কোনো বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেননি তারা অগ্রাধিকার পাবে। খাদ্য মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন খাদ্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মকর্তাদের হালনাগাদ তথ্যাদির একটি ডাটাবেইজ সংরক্ষণ করবে।

ঘ. ভারত, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়াসহ উন্নত ও উন্নয়নশীল যে সব দেশে সরকারি পর্যায়ে খাদ্য ব্যবস্থাপনা রয়েছে, সে সব দেশের বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে খাদ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, মান নিয়ন্ত্রণ, নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা, পুষ্টি এবং তথ্য প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে কর্মকর্তাদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

ঙ. বিভিন্ন দেশের সাথে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

চ. সার্ক ফুড ব্যাংকের সদস্য দেশসমূহে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ/সফরের ব্যবস্থা করা হবে।

ছ. ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ উন্নত বিশ্বে খাদ্য নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য কর্মকর্তাদের স্ট্যাডি ট্যুরে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে।

জ. খাদ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন দেশের ইনস্টিটিউটের সাথে প্রশিক্ষণ বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করবে।

ঝ. খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নিজস্ব প্রশিক্ষকদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বৈদেশিক "Training of Trainers" (ToT) এর ব্যবস্থা করা হবে।

ঞ. ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহিত বৃত্তি/প্রশিক্ষণ এ উৎসাহিত করা হবে।

৪.২। **স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ** আট সপ্তাহ থেকে ছয় মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণকে স্বল্প মেয়াদি, ছয় মাস থেকে এক বছরের কম মেয়াদি প্রশিক্ষণকে মধ্য মেয়াদি এবং এক বছর ও এর ঊর্ধ্বের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ গণ্য করা হবে এবং এমএস এবং পিএইচডি দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ এর অন্তর্গত হবে।

৪.৩। বৈদেশিক প্রশিক্ষণের যোগ্যতা সংক্রান্ত বিস্তারিত গাইড লাইন ও পদ্ধতি ঃ এবং মনোনয়ন এর পদ্ধতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত বিধিবিধান ও নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।

ক. যেসব কর্মকর্তাদের বয়স ৫২ বছরের নিচে তাদেরকে স্বল্প মেয়াদি কোর্সের জন্য মনোনয়ন দেওয়া যাবে।

খ. যেসব কর্মকর্তাদের বয়স ৪৫ বছরের নিচে তাদেরকে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য মনোনয়ন দেওয়া যাবে।

গ. যেসব কর্মকর্তাদের বয়স ৪০ বছরের নিচে তাদেরকে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য মনোনয়ন দেওয়া যাবে।

ঘ. মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদি কোর্সে মনোনয়নের জন্য শিক্ষা জীবনে ন্যূনতম একটি ১ম শ্রেণি থাকতে হবে।

ঙ. যেসকল কর্মকর্তা চাকরি জীবনে একবার দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবে তারা পরবর্তীতে আর কোন মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

চ. কোনো নির্দিষ্ট/বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য উপরোক্ত বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে না।

ছ. যেসকল কর্মকর্তা দুই বছর প্রবেশন পিরিয়ডের চাকরি পূর্ণ করেছে এবং বুনিয়াদি ও বিভাগীয় প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছে তারাই বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য মনোনীত হবে।

জ. সভা, সেমিনার, স্টাডি ভিজিট ও ওয়ার্কসপে অংশগ্রহণের জন্য কোনো বয়সসীমা থাকবে না।

৪.৪। বৈদেশিক প্রশিক্ষণের অন্যান্য নিয়মাবলী ঃ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কর্মকর্তা তিন মাস বা এর উর্ধ্বে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করলে খাদ্য মন্ত্রণালয় থেকে এর আদেশ জারি করতে হবে। ছয় মাসের উর্ধ্বে বিদেশ প্রশিক্ষণ থেকে ফেরত আসার পর দুই বছর তাকে প্রশিক্ষণের সাথে সম্পর্কিত কাজে নিয়োগ করতে হবে।

৪.৫। দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ থেকে ফেরত আসার পর উক্ত কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পোস্টিং প্রদানে প্রাধান্য দিতে হবে।

৪.৬ খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ হতে বৈদেশিক ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মাসিক/বার্ষিক প্রতিবেদন খাদ্য মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।

৪.৭ ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহিত বৃত্তি/প্রশিক্ষণ এ উৎসাহিত করা হবে। এক্ষেত্রে স্টাডি লিভ দিতে হবে। পোস্ট ডকটোরাল ডিগ্রির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ডেপুটেশন/ স্টাডি লিভ দিতে হবে।

৪.৮ প্রকল্প ভিত্তিক বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ হতে হবে।

৪.৯। স্থানীয় প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রেষণ মঞ্জুর ঃ

নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রেষণ মঞ্জুর করবেঃ

ক. স্থানীয় প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষা যা বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত।

খ. স্থানীয় প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষা যার খরচ সরকার বা স্বায়ত্তশাসিত বা আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে বহন করা হবে।

গ. স্বায়ত্তশাসিত, আধাসরকারি, আধা স্বায়ত্তশাসিত বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে নিজস্ব খরচে নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী স্থানীয় প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা যাবে।

ঘ. শর্তাবলী ঃ

প্রেষণ মঞ্জুর করা হবে এমএস এবং সমপর্যায়ের ডিগ্রির জন্য ২ বছর এবং পি এইচ ডি কোর্সের জন্য ৩ বছর মঞ্জুর করা হবে এবং এর চেয়ে বেশি সময় প্রয়োজন হলে স্টাডি লিভ বিধি মোতাবেক দেওয়া হবে।

৫। প্রশিক্ষণ আয়োজনের পদ্ধতি ঃ

প্রশিক্ষণ মডিউল অত্যন্ত যত্নসহকারে তৈরি করতে হবে যা কোর্সের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৫.১. খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনের উপরে সমীক্ষা পরিচালনা করবে।

৫.২. প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণ প্রতিটি প্রশিক্ষণের বিষয়ে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সেশন, সিডিউল, লেসন প্ল্যান, লেকচার মেটারেয়াল, রিসোর্স পারসোন, প্রশিক্ষণের ফলাফল এবং মূল্যায়ন স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

৫.৩. **বাৎসরিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা** : জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা[২], ২০০৩ এ বাৎসরিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা রয়েছে বিধায় বাৎসরিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থাকবে।

ক. সংখ্যা এবং টার্গেট গ্রুপ (লেভেল অফ অফিসার) নির্ধারণ।

খ. নির্বাচন পদ্ধতি এবং প্রশিক্ষণের বিষয়।

গ. ট্রেনিং সিডিউল।

ঘ. রিসোর্স পারসোন নির্বাচন।

ঙ. বাজেট প্রস্তুত।

৫.৪. ট্রেনিং ম্যানুয়েল প্রস্তুতকরণ ঃ জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা[২], ২০০৩ এ ট্রেনিং ম্যানুয়েল প্রণয়ন করার নির্দেশনা রয়েছে বিধায় ট্রেনিং ম্যানুয়েল প্রণয়ন করতে হবে।

৫.৫. প্রশিক্ষণ কোষ গঠন :

জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা (পিএটিপি) ২০০৩ এর ৫.৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রশিক্ষণ কোষ গঠন করতে হবে। উক্ত কোষ গঠন না হওয়া পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ প্রশাসন-১ শাখা/অধিশাখা প্রশিক্ষণ কোষ হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৫.৬. মডুলার পদ্ধতি ব্যবহার ঃ ট্রেনিং এর ক্ষেত্রে মডুলার পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

৬. প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, তত্ত্বাবধান ও প্রতিবেদন ঃ

ক. খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ হতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণের কর্মকর্তা মনোনয়নের জন্য একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি থাকবে। এই কমিটি কর্মকর্তা মনোনয়নসহ সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় করবেন।

খ. খাদ্য অধিদপ্তরে মহাপরিচালককে সভাপতি এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও সকল পরিচালককে সদস্য করে প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটি জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা ও বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কিত নীতি ও পদ্ধতি[৪] এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা অনুসরণ করে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান করবে এবং খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ আয়োজন, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করবে। পরিচালক, প্রশিক্ষণ এ কমিটির সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের প্রশিক্ষণের জন্য অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

গ. বৈদেশিক ও স্থানীয় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ও লব্ধ শিক্ষা সম্পর্কে প্রতিবেদন উপস্থাপন/দাখিল করবে।

ঘ. গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমঃ প্রতিটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান একটি গবেষণা ও উন্নয়ন ইউনিট গঠন করতে হবে এবং গবেষণা কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ১০-১৫% বাজেট ব্যবহার করতে হবে।

৭. পরামর্শক নিয়োগ ঃ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদনক্রমে ও বিধি মোতাবেক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক নিয়োগ করা যাবে।

৮. রিসোর্স পারসোন তৈরি করা ঃ প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ প্রদান করে রিসোর্স পারসোন তৈরি করতে হবে।

৮.১. প্রশিক্ষণ পুল গঠন : প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানে যোগ্য ও আগ্রহীদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষক পুল গঠন করা হবে। প্রশিক্ষকদের উচ্চতর অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

৮.২."Training of Trainers" (ToT) ট্রেনিং প্রদানঃ পর্যায়ক্রমিকভাবে "Training of Trainers" (ToT) এর ব্যবস্থা করা হবে।

৮.৩. প্রকাশনা কার্যক্রম ঃ বছরে অন্তত ২টি স্টাডি/আর্টিক্যাল খ্যাতিসম্পন্ন জার্নালে প্রকাশ করতে হবে।

৮.৪. গবেষণা কার্যক্রম ঃ একজন প্রশিক্ষক বছরে অন্তত একটি গবেষণা তার নিজস্ব এরিয়াতে পরিচালনা করবে।

৮.৫. সেমিনার ঃ প্রতিটি প্রশিক্ষক তার নিজস্ব স্পেশালাইজেশন এরিয়াতে একটি সেমিনার আয়োজন করবে।

৮.৬. দক্ষতার মূল্যায়ন ঃ একটি দক্ষতার মূল্যায়ন ফরমেট প্রস্তুত করে প্রতিটি প্রশিক্ষকের দক্ষতা মূল্যায়ন করা হবে। প্রশিক্ষকের গৃহীত কোর্সের সংখ্যা সেশনসমূহ, প্রশিক্ষাণার্থী কর্তৃক কোর্স মূল্যায়ন, গবেষণা কার্যক্রমের সংখ্যা এবং জার্নালে প্রকাশিত প্রকাশনার সংখ্যা দ্বারা মূল্যায়ন এ গুরুত্ব দিতে হবে।

৯. প্রশিক্ষকদের প্রণোদনা ঃ প্রশিক্ষকদেরকে নিম্নোক্ত প্রণোদনা দিতে হবে।

ক. বৈদেশিক প্রশিক্ষণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ফেলোশিপ এবং বৃত্তিপ্রদান করা হবে।

খ. বিশেষ প্রশিক্ষণ ভাতাঃ মূল বেতনের ৩০% বিশেষ প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হবে।

গ. জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালা (পিএটিপি) ২০০৩ এর অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধাবলী দেওয়া হবে।

১০. প্রশিক্ষণার্থীদের প্রণোদনা ঃ প্রশিক্ষণে ভাল ফল করলে প্রশিক্ষণার্থীদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

১১. বিধি প্রণয়ন ঃ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

১২. পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ ঃ দেশে/বিদেশে ও সরকারি/বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩. আয় বর্ধক কার্যক্রম (Income Generation Activities) গ্রহণ ঃ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান তাদের আয় বাড়ানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৪. বাজেট প্রণয়ন ঃ

১. অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের নিমিত্ত অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করতে হবে। এছাড়াও Domestic Fund for Foreign Training গঠন করা হবে। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বেতন-বাজেটের ২% অর্থ প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দ রাখা যেতে পারে।

২. বিসিএস (খাদ্য) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী বাজেট প্রণয়ন করতে হবে। এছাড়াও অন্যান্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিদেশে পাঠানোর পরিকল্পনা করা হবে।

১৫। ন্যাশনাল একাডেমি ফর ফুড ম্যানেজমেন্ট, ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ গঠন ঃ

ক. উক্ত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান জাতীয় খাদ্যনীতিতে সরকারি খাদ্যশস্য মজুদ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়ে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেঃ

১. বিভাগীয় প্রশিক্ষণ, বিশেষ বিভাগীয় প্রশিক্ষণ, মধ্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ, কর্মরত কর্মচারীদের জন্য স্কিল আপডেটিং, আপগ্রেডিং, ২য় শ্রেণির সকল কর্মকর্তাদের স্পেশাল কোর্স, সকল সাপোর্ট স্টাফ (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি) এর জন্য প্রশিক্ষণ এবং রিফ্রেসার্স কোর্স, সেমিনার, ওয়ার্কসপ ইত্যাদি;

২. খাদ্য শস্যের মজুদ, খাদ্য মূল্য, খাদ্য সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বেসরকারি আমদানি, অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, সরকারি সংগ্রহ ও বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রম;

৩. সরকারি খাদ্য ব্যবস্থাপনাকে সামগ্রিক বাণিজ্য-নীতির সাথে সমন্বিত করে বিশেষত খাদ্য সরবরাহ ঘাটতিকালে প্রয়োজনীয় বাজার সরবরাহ বৃদ্ধিমূলক কৌশল অবলম্বন করা;

৪. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য লক্ষ্যমুখী খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার স্বাচ্ছন্দ্য প্রয়োগ করা; এবং

৫. সংগ্রহ ও বিতরণের মৌসুমী পরিবর্তন বিবেচনায় রেখে অর্থ বছরের শুরুতে ১০ লাখ মে.টন খাদ্যশস্যের সরকারি মজুদ সংরক্ষণ করা।

খ. খাদ্যনীতিতে উল্লিখিত নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য খাদ্য অধিদপ্তরের বর্তমান প্রশিক্ষণ বিভাগকে পূর্ণাঙ্গ অপারেশন এন্ড রিসার্চ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে উন্নীত করা হবে।

১৬। **সেইফ ফুড ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমি গঠন :** সেইফ ফুড ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমি গঠন করে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৭. দেশী-বিদেশী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে নেটওয়ার্ক গঠন:

১. নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে দেশী-বিদেশী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ভিজিট ও স্টাডি ট্যুরের আয়োজন।

২. দেশী ও আন্তর্জাতিক সেমিনার/ওয়ার্কসপের আয়োজন।

১৮. জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ নীতিমালাঃ বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কিত নীতি ও পদ্ধতি[৪] এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা অনুসরণ করে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে/ উচ্চ শিক্ষায় কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান করবে।

১৭। জনস্বার্থে জারীকৃত এ প্রশিক্ষণ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ কায়কোবাদ হোসেন
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
(গবেষণা ও বৃত্তি শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২ এপ্রিল ২০১৬

নং ৫৬.০০.০০০০.০২৮.২২.০০৬.১৪(অংশ-১)-৪৩—"তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্য অনুদান প্রদান সম্পর্কিত (সংশোধিত) নীতিমালা-২০১৬" এর ১২(ক) এবং ১৯.১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তা/ব্যক্তির সমন্বয়ে বাছাই কমিটি গঠন করা হলো :

আহ্বায়ক

(১) অতিরিক্ত সচিব (আইসিটি), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

সদস্যবৃন্দ

(২) জনাব মোঃ এনামুল কবির, পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

(৩) ড. মোঃ ইউনুস আলী, অধ্যাপক, সিএসই বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

(৪) ড. মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, অধ্যাপক, সিএসই বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

(৫) ড. সৈয়দ আকতার হোসেন, অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, সিএসই বিভাগ, ডেফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়

(৬) জনাব মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান ভূঁইয়া, উপ-সচিব, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

(৭) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্প এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

(৮) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জিআইইউ এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি

(৯) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিব পর্যায়ের)

(১০) শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিব পর্যায়ের)

(১১) আইসিটি অধিদপ্তর এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি (উপসচিব পর্যায়ের)

(১২) জনাব এম রাশিদুল হাসান, সহ সভাপতি, বেসিস (আইসিটি ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধি)

(১৩) আইসিটি ইন্ডাস্ট্রির উপযুক্ত প্রতিনিধি (০১ জন)

(১৪) বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ ০২ জন

সদস্য-সচিব

(১৫) যুগ্ম-সচিব/উপসচিব (ই-সার্ভিস ডেলিভারী), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

কমিটির কার্য পরিধি :

বাছাই কমিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রার্থীদের দাখিলকৃত আবেদনপত্র যাচাই, বাজেট পরীক্ষাকরণ, তুলনামূলক বিবরণী প্রস্তুত, দ্বৈততা পরীক্ষাকরণ, সাক্ষাৎকার/ উপস্থাপনা গ্রহণ, প্রয়োজনে প্রজেক্ট পরিদর্শন/ মূল্যায়ন পূর্বক ফেলোশিপ/অনুদান প্রদানের জন্য প্রার্থী নির্বাচন করবে। কমিটি বাছাইকৃত প্রার্থীদের তালিকা প্রস্তুত করে এওয়ার্ড কমিটির নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করবে। বাছাই কমিটি প্রয়োজনবোধে বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ সদস্যের সমন্বয়ে একটি সাব কমিটি গঠন করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ আবুল খায়ের
সিনিয়র সহকারী সচিব।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-২

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২ এপ্রিল ২০১৭

নং ২২.০০.০০০০.০৫২.২৭.০১৯.২০১৬-২৫৬—জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন, ফরেস্ট রেঞ্জার কে রাজশাহী সামাজিক বন বিভাগের আওতায় নিয়ামতপুর এসএফএনটিসি ও গুরুদাসপুর বড়াইগ্রাম এসএফএনটিসির দায়িত্বে নিয়োজিত থাকাকালে সঠিকভাবে বাগান সৃজন ও রক্ষণাবেক্ষণ না করে দায়িত্ব অবহেলা ও সরকারর ১১,২৬,৬১২/৮৮ টাকা আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও ৩(ডি) মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা নং ১৩ অব ২০১৫ তারিখ ০১-০৩-২০১৫ ইং রুজু করা হয়। অভিযুক্তের আত্মরক্ষামূলক জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য জনাব মোঃ রফিকুজ্জামান শাহ্, সহকারী বন সংরক্ষক, সামাজিক বন বিভাগ, দিনাজপুরকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব

মোঃ আলতাফ হোসেন, ফরেস্ট রেঞ্জার এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সপক্ষে কোন প্রমাণ না পাওয়ায় অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি মর্মে গত ২১-০৩-২০১৬ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রধান বন সংরক্ষক গত ১৯-০৫-২০১৬ তারিখ অফিস আদেশ নং-৩৯৭/পি স্মারকমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-৪(২)(ডি) অনুযায়ী সরকারি আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি ১১,২৬,৬১২/৮৮ টাকার ২৫%= ২,৮১,৬৫৩/২২ টাকা জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন, ফরেস্ট রেঞ্জার এর নিকট হতে আদায় করার দণ্ডাদেশ প্রদান করেন। বর্ণিত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিকার চেয়ে তিনি অত্র আপিল আবেদন দায়ের করেন।

২। বর্ণিত আপিল আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্র মামলার উদ্ভব ঘটে এবং গত ১৩-০২-২০১৭ তারিখ শুনানি গ্রহণ করা হয়। আপিলকারী শুনানিতে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য নয়, তিনি নির্দোষ, অভিযোগে বর্ণিত কর্মস্থল থেকে বদলীর অনেক পর আনয়ন করা হয়েছে, তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার পরও অযৌক্তিকভাবে দন্ডাদেশ প্রদান করা হয়েছে ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক প্রধান বন সংরক্ষক প্রদত্ত দন্ডাদেশ বাতিলের প্রার্থনা করেন। বন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক বিভাগীয় মামলায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে শাস্তির আদেশ দেয়া হয়েছে বিধায় তা বহাল থাকবে মর্মে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

৩। এক্ষণে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে—

(ক) জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন , ফরেস্ট রেঞ্জার এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত কিনা (Justified) এবং তাকে প্রদত্ত দন্ডাদেশ প্রদানের পূর্বে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধিবিধান অনুসরণ করা হয়েছে কিনা;

(খ) বর্ণিত দন্ডাদেশ প্রদান প্রক্রিয়ায় কোন পদ্ধতিগত ত্রুটি হয়েছে কিনা এবং এরূপ ত্রুটির জন্য দন্ডাদেশটি আংশিক সংশোধন বা বাতিল বা রদরহিতযোগ্য কিনা;

(গ) মান ও গুণ বিচারে প্রদত্ত দন্ডাদেশ উপুক্ত কিনা অথবা অপরাধের তুলনায় বেশি (Excessive) কিনা।

৪। **পর্যালোচনা ঃ** বিভাগীয় মামলার মূল নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে তাকে কারণ দর্শানো হয়নি। অভিযোগে বর্ণিত কর্মস্থল থেকে বদলীর দীর্ঘদিন পর তার বিরুদ্ধে অীভযোগ সুনির্দিষ্ট না হওয়া সত্ত্বেও মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্ত কর্মকর্তা নিয়ামতপুরে ৩০-০৪-২০০৮ থেকে ২৭-০৮-২০০৯ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন এবং ২৭-০৮-২০০৯ তারিখ দায়িত্বভার হস্তান্তর করেন। তিনি নাটোরে ৩০-০৮-২০০৯ থেকে ১৫-১১-২০১১ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। কিন্তু আলোচ্য বিভাগীয় মামলাটি ২০১৩ সালের জরিপ প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে ০১-০৩-২০১৫ তারিখ শুরু হয় এবং অভিযুক্তকে ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগ দিয়ে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী গঠন করা হয়। পরবর্তীতে অভিযুক্তের আত্মরক্ষামূলক জবাব যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় জনাব মোঃ রফিকুজ্জামান শাহ্, সরকারী বন সংরক্ষক, সামাজিক বন বিভাগ, দিনাজপুরকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তার অফিসের স্মারক নং-২২.০১.০০০০.০২৬৬.০৫.০০০.১৩-৩১, তারিখ ২১-০৩-২০১৬ মূলে জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন, ফরেস্ট রেঞ্জার এর বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রধান বন সংরক্ষক কর্তৃক ১৯-০৫-২০১৬ তারিখ প্রদত্ত দন্ডাদেশ উল্লেখ করা হয়েছে যে, জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন, ফরেস্ট রেঞ্জার এর সরকারি অর্থ ব্যয়ে আন্তরিকতার অভাব, চারা তৈরী ও রোপণে সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ না করার অভিযোগে বর্ণিত বাগানগুলো সফল হয়নি। ফলে জরিপদল জরিপকালে ৪টি স্পটে ৪৭.২৯%, ৪২.৬৬%, ৩৬.৬০% ও ৩৪.৫০% ও ৫টি স্পটে ২১.৮৬%, ২১.৭৮%, ১২.২২% ১০.৪০%, ৯.৯৫% জীবিত চারা পান এবং ৭টি স্পটে কোন চারা পান নি। এই বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ হলো ২০১৩ সালে জরিপে প্রাপ্ত প্রতিবেদন। কিন্তু উক্ত প্রতিবেদনে মন্তব্যের প্রত্যেক কলামেই ২০১০ সালের জরিপ প্রতিবেদনে প্রাপ্ত ফলাফল উল্লেখ করা হয়েছে যার সার-সংক্ষেপ হচ্ছে জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন, ফরেস্ট রেঞ্জার ২০০৮-০৯ ও ২০০৯-১০ অর্থ বছরে অভিযোগে বর্ণিত বাগানে জীবিত চারার সংখ্যা গড়ে ৯০% এর ওপরে ছিল। ২০১৩ সালের প্রতিবেদনে জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন কে বাগান সৃজন ও রক্ষণাবেক্ষণে দায়িত্ব অবহেলা বা দুর্নীতির বিষয়ে চিহ্নিত করে প্রতিবেদন দেয়া হয়নি। বরং তিনি এজন্য দায়ী নন তা ২০১৩ ও ২০১০ সালের প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনায় স্পষ্ট হয়। অভিযোগে বর্ণিত কর্মস্থলে কর্মরত জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম, ফরেস্টার কর্তৃক দায়িত্ব গ্রহণের পর বাগানের জীবিত চারার সংখ্যা কম/নাই এরকম কোন প্রতিবদেন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করেননি। বরং তিনি জবানবন্দিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সঠিক নয়, ঐ সময়ে সৃজিত বাগানগুলোর মান ভাল ছিল ও পরবর্তীতে বাগানে জীবিত চারার সংখ্যা কমে যাওয়া বা না থাকার জন্য অভিযুক্ত কর্মকর্তা দায়ী নন এরূপ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অভিযোগে বর্ণিত নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম ও গুরুদাসপুর উপজেলায় পরবর্তীতে কর্মরত ফরেস্টার জনাব মোঃ আনিসুর রহমানসহ অন্যান্য সাক্ষীরাও তদন্তে অনুরূপ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এতেও স্পষ্ট হয় যে অভিযুক্ত ফরেস্টার জনাব মোঃ আলতাফ হোসেনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতার সপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তদন্ত প্রতিবেদনের ৫নং পৃষ্ঠার শেষ অনুচ্ছেদে ও ৭নং পৃষ্ঠার তৃতীয় অনুচ্ছেদে জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন, ফরেস্ট রেঞ্জার এর বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ ও একই তদন্ত প্রতিবেদনের ১২ নং পৃষ্ঠার শেষ অনুচ্ছেদে তার বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ ও দুর্নীতির অীভযোগ প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। তথাপিও জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন, ফরেস্ট রেঞ্জার এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তার আত্মরক্ষামূলক জবাব, তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন ও তৎসংযুক্ত অন্যান্য কাগজপত্র এবং বিভাগীয় মামলার নথিপত্র পর্যালোচনা ও যাচাই-বাছাই অন্তে প্রধান বন সংরক্ষক কর্তৃক বর্ণিত দন্ডাদেশ প্রদান করা হয়েছে মর্মে আদেশে উল্লেখ থাকলেও জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন, ফরেস্ট রেঞ্জার এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ কিভাবে প্রমাণিত হয়েছে দণ্ডাদেশের কোথাও তা উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং বর্ণিত বিবেচ্য বিষয়সমূহ আপিলকারীর আবেদন ও উভয় পক্ষের উপস্থাপিত বক্তব্য এবং বিভাগীয় মামলার নথি বিশ্লেষণে দণ্ডাদেশটি মান ও গুণ যথাযথ নয় বিবেচনায় হস্তক্ষেপযোগ্য এবং আপিলকারী আপিলে প্রতিকার পেতে ন্যায়ত ও আইনত হকদার বিবেচনায় নিম্নোক্তভাবে আপিল মামলাটি নিস্পত্তি করা হলো :

আদেশ

বন অধিদপ্তরের অফিস আদেশ নং ৩৯৭/পি তারিখ ১৯-০৫-২০১৬ মূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২)(ডি) অনুযায়ী সরকারি আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি ১১,২৬,৬১২/৮৮ টাকার ২৫%=২,৮১,৬৫৩/২২ টাকা জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন, ফরেস্ট রেঞ্জার এর নিকট থেকে আদায় করার আদেশটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

নং ২২.০০.০০০০.০৫২.২৭.০২২.২০১৬-২৫৭—জনাব মোঃ বজলুর রহমান ভূইয়া, ফরেস্ট রেঞ্জার, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, ঢাকা এর ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের রেঞ্জ কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনকালীন উদ্যানে অসামাজিক কার্যকলাপ সংঘটনের প্রেক্ষিতে বন বিভাগের ভাবমুর্তি ক্ষুন্নকরা, উদ্যানে যথাযথভাবে টহল না দেওয়া, অবৈধভাবে জাতীয় উদ্যান ভাড়া দেওয়ার কারণে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ (বি) ও ৩(ডি) অনুসারে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বন অধিদপ্তরের বিভাগীয় মামলা নং ০৭/২০১৫ তারিখ: ০১-০৩-২০১৫ রুজু করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে ফরেস্ট রেঞ্জার জনাব মোঃ বজলুর রহমান ভূইয়া তলবিত কৈফিয়তের জবাব ২৯-০৭-২০১৫ তারিখ দাখিল করার পর তা সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় বন অধিদপ্তরের অফিস আদেশ নং-৭০০/পি তারিখ: ১৬-০৯-২০১৫ মূলে সহকারী বন সংরক্ষক জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমানকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত করতঃ তার পত্র নং-২২.০১.০০০০.৬১১.০৫.০০১.১৬-০৪ তারিখঃ ১৭-০১-২০১৬ মূলে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্তে অভিযুক্ত ফরেস্ট রেঞ্জারের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি কিন্তু অসদচারণ এর অভিযোগ প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। বর্ণিত বিভাগীয় মামলায় বন অধিদপ্তরের অফিস আদেশ নং ৩০৪/পি তারিখ ১৭-০৪-২০১৬ মূলে অভিযুক্ত ফরেস্ট রেঞ্জার জনাব মোঃ বজলুর রহমান ভূইয়াকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২)(ই) মোতাবেক বর্তমান বেতনস্কেলের/বেতনক্রমের মূল বেতন ১ (এক) ধাপ নীচে নামিয়ে দেয়া হলে তিনি আপিল দায়ের করেন।

২। বর্ণিত আপিল আবেদনের প্রেক্ষিতে আপিল মামলার উদ্ভব ঘটে এবং গত ১৩-০২-২০১৭ তারিখ উভয় পক্ষের শুনানি গ্রহণ করা হয়। আপিলকারী শুনানিতে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সঠিক নয় উল্লেখপূর্বক প্রধান বন সংরক্ষক প্রদত্ত দন্ডাদেশ বাতিলের প্রার্থাণা করেন। শুনানিতে বন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক বিভাগীয় মামলায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে শাস্তির আদেশ দেয়া হয়েছে বিধায় তা বহাল থাকবে মর্মে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

৩। এক্ষণে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে—

(ক) জনাব মোঃ বজলুর রহমান ভূইয়া ফরেস্ট রেঞ্জার এর বিরুদ্ধে বর্ণিত বিভাগীয় মামলার সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধিবিধান, যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি-না;

(খ) অভিযোগের উপর প্রদত্ত তথ্যাদি পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত কি-না;

(গ) মান ও গুণ বিচারে প্রদত্ত দণ্ডাদেশটি উপযুক্ত কিনা অথবা অপবাধের তুলনায় বেশি (Excessive) কিনা।

৪। পর্যালোচনা ঃ বিভাগীয় মামলার মূল নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে তাকে কারণ দর্শানো হয়েছে। উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৬ (২) মোতাবেক বন অধিদপ্তরের পত্র নং ২২.০১.০০০০.০০৭.৩২. ১৩৫.১৫.৫২৫ তারিখ ০১-০৩-২০১৫ মূলে তাকে ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগ দিয়ে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী গঠন করা হয়েছে। পরবর্তীতে অভিযুক্তের আত্মরক্ষামূলক জবাব যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় বন অধিদপ্তরের অফিস আদেশ নং-৭০০/পি তারিখ ১৬-০৯-২০১৫ মূলে সহকারী বন সংরক্ষক জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমানকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করলে তিনি তার কার্যালয়ের পত্র নং-২২.০১.০০০০.৬১১.০৫.০০১.১৬-০৪ তারিখঃ ১৭-০১-২০১৬ মূলে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। আপিলকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের (Charges) প্রেক্ষিতে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং সুনির্দিষ্ট দুইটি অভিযোগের মধ্যে একটি অভিযোগ (দুর্নীতি) প্রমাণিত হয়নি এবং একটি অভিযোগ (অসদাচরণ) প্রমাণিত মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়, সেহেতু বর্ণিত অভিযোগ সঠিক ছিল না বা তদন্ত বস্তুনিষ্ঠ ও যথাযথভাবে হয়নি এরূপ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। আনুষ্ঠানিক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী গঠনের পূর্বে ও পরে অভিযুক্তকে কারণ দর্শানোর মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু তদন্তক্রমে অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত হওয়ার পর দণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়েছে। শাস্তি প্রদানের পূর্বে কর্তৃপক্ষের এসকল ধারাবাহিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধানসমূহ প্রতিপালন করা হয়েছে এবং আপিলকারীর বিরুদ্ধে অসদাচরণ এর অভিযোগ উপযুক্ত ও বিধিসম্মত প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত (Justified) প্রতীয়মান হয়। সুতরাং দণ্ডাদেশ প্রদান প্রক্রিয়ায় কোন পদ্ধতিগত ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না। এছাড়া অভিযোগনামা ও তদন্ত প্রতিবেদনে গঠিত অভিযোগে যে পর্যাপ্ত উপাদান সন্নিবেশিত ছিল। সুতরাং বর্ণিত বিবেচ্য বিষয়সমূহ, মামলার মূল নথি, আপিলকারীর আবেদন ও উভয় পক্ষের উপস্থাপিত বক্তব্যে দণ্ডাদেশটির মান ও গুণ যথাযথ বিবেচনায় হস্তাক্ষেপযোগ্য নয় এবং আপিল আবেদন অনুসারে দণ্ডাদেশটি রদরহিত বা সংশোধনের বিধিসম্মত সুযোগ নেই। এ অবস্থায়, অত্র আপিল মামলাটি নিম্নোক্তভাবে নিষ্পত্তি করা হলো ঃ

আদেশ

বন অধিদপ্তরের অফিস আদেশ নং ৩০৪/পি তারিখ ১৭-০৪-২০১৬ মূলে ফরেস্ট রেঞ্জার জনাব মোঃ বজলুর রহমান ভূইয়াকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২) (ই) মোতাবেক বেতনক্রমের ১ (এক) ধাপ নিম্নস্তরে অবণমন সম্পর্কিত দণ্ডাদেশটি বহাল রাখা হলো।

ইসতিয়াক আহমদ
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা ২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ, ২০ চৈত্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/০৩ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০৩৬.৩৩.০০.০০.১৪১.২০১০-৮১—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে ঃ

তফসিল

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে, এল, নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	২	৩	৪	৫
১	নয়াপাড়া	১৬১	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
২	ভবানীপুর পাতুলী	২০৫	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
৩	বাহির শিমুল	২৩	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
৪	ভিতর শিমুল	২২	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
৫	আটবহুরিয়া	১১৭	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল

১	২	৩	৪	৫
৬	রামদেবপুর	৬০	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
৭	সুবর্ণতলী	১৪৯	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
৮	ছিটকীবাড়ী	৫৭	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
৯	ডুবাইল	১১৩	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
১০	খোলাবাড়ী	১৩৫	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
১১	কুকুরিয়া	১৬২	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
১২	মুকুন্দগয়লা	০৩	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
১৩	আসকপুর	২৫১	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
১৪	অমরপুর	১৫	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
১৫	কাশিনগর	৭৪	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
১৬	নরসিংহপুর	১৩	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
১৭	কচুয়া	৭৮	টাঙ্গাইল সদর	টাঙ্গাইল
১৮	পৌজান	১৭৭	কালিহাতী	টাঙ্গাইল
১৯	পুখুরিয়া ইছাপুর	১৯	কালিহাতী	টাঙ্গাইল
২০	পাছজোয়াইর	১৫৪	কালিহাতী	টাঙ্গাইল
২১	পারলুহুরিয়া	৬৭	কালিহাতী	টাঙ্গাইল
২২	সরই	২৪৩	কালিহাতী	টাঙ্গাইল
২৩	কাগমারী ইচাপুর	১১৫	কালিহাতী	টাঙ্গাইল
২৪	পাতিলাপাড়া	১৩২	নাগরপুর	টাঙ্গাইল
২৫	জালালিয়া	১৪০	নাগরপুর	টাঙ্গাইল
২৬	কোনাবাড়ী	৬৩	নাগরপুর	টাঙ্গাইল
২৭	মিরকুটিয়া	১১	নাগরপুর	টাঙ্গাইল
২৮	ইরতা	৪৬	নাগরপুর	টাঙ্গাইল
২৯	আন্দিবাড়ী	১৪৭	নাগরপুর	টাঙ্গাইল
৩০	মেঘনা	১৫০	নাগরপুর	টাঙ্গাইল
৩১	ঘাগরা	২০০	নাগরপুর	টাঙ্গাইল
৩২	পাছতারাইল	২০৯	নাগরপুর	টাঙ্গাইল
৩৩	লক্ষ্মীদিয়া	১১৮	নাগরপুর	টাঙ্গাইল
৩৪	সেহরাতৈলগৌরী	৫৮	দেলদুয়ার	টাঙ্গাইল
৩৫	লাউহাটি	১১২	দেলদুয়ার	টাঙ্গাইল
৩৬	ফাজিলহাটি	১১৪	দেলদুয়ার	টাঙ্গাইল
৩৭	যোগীরকোফা	১০	সখিপুর	টাঙ্গাইল
৩৮	ভাতগড়া	১৭	সখিপুর	টাঙ্গাইল
৩৯	কচুয়া	২৪	সখিপুর	টাঙ্গাইল
৪০	রামজীবনপুর	১৭	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
৪১	গোসারা	২০৬	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
৪২	পাকুটিয়া	০৬	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
৪৩	সাইটাপাড়া	১২৭	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
৪৪	ভদ্রবাড়িবাগুভালী	১২৮	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
৪৫	গাঞ্জানা	২৪১	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল
৪৬	মানিকপুর	২৬৪	ঘাটাইল	টাঙ্গাইল

তারিখ, ২৩ চৈত্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/০৬ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.০০৬-২০১৬-৮৮—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছেঃ

তফসিল

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে, এল, নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	চর রামনগর	৩০	সদরপুর	ফরিদপুর
২	সতেররশি	৪৩	সদরপুর	ফরিদপুর
৩	ডুবাইল	৫১	সদরপুর	ফরিদপুর
৪	চর অর্জুন পট্টি	৫৭	সদরপুর	ফরিদপুর
৫	খাস চর মানাইর	৫৮	সদরপুর	ফরিদপুর
৬	চর মানাইর	৫৯	সদরপুর	ফরিদপুর
৭	চর আড়িয়াল খাঁ	৬০	সদরপুর	ফরিদপুর
৮	চর খাটারিয়া	৬৪	সদরপুর	ফরিদপুর
৯	চর বলশিয়া	৬৬	সদরপুর	ফরিদপুর
১০	দক্ষিণ চর চান্দ্রা	১১১	ভাংগা	ফরিদপুর
১১	ছলিল দিয়া	১১৬	ভাংগা	ফরিদপুর
১২	রামকান্তপুর	৩৭	নগরকান্দা	ফরিদপুর
১৩	জঙ্গুরদী	১৪৮	নগরকান্দা	ফরিদপুর
১৪	কাইচাইল	১৯১	নগরকান্দা	ফরিদপুর
১৫	বল্লভদী	২০৪	নগরকান্দা	ফরিদপুর
১৬	গোন্দারদিয়া	৬৬	মধুখালী	ফরিদপুর
১৭	মাছিয়ারা	৪১	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
১৮	নলকোনা	১২৮	মুকসুদপুর	গোপালগঞ্জ
১৯	পিয়ারপুর	৭৬	মদারীপুর সদর	মাদারীপুর
২০	দক্ষিণ ঠেঙ্গামারা	৮১	কালকিনি	মাদারীপুর
২১	চরলক্ষী	৯০	কালকিনি	মাদারীপুর
২২	ছোট স্নানঘাটা	১২২	কালকিনি	মাদারীপুর
২৩	চর পাঙ্গাসিয়া	৮৪	কালকিনি	মাদারীপুর
২৪	কুমরীরানী	১৬৩	পাংশা	রাজবাড়ী
২৫	বেলগাছি ভবানীপুর	৩৫২	পাংশা	রাজবাড়ী
২৬	আড়িগাঁও	৬৭	শরীয়তপুর সদর	শরীয়তপুর
২৭	শিবেরচর	১০	গোসাইরহাট	শরীয়তপুর
২৮	সিঙ্গাড্যা	৫৬	গোসাইরহাট	শরীয়তপুর
২৯	মূলগাঁও	৫৫	গোসাইরহাট	শরীয়তপুর
৩০	বেজনীসার	৬৬	গোসাইরহাট	শরীয়তপুর
৩১	কাশিখন্ড	৬৭	গোসাইরহাট	শরীয়তপুর
৩২	কাওয়াদি	৩৩	জাজিরা	শরীয়তপুর

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬-১১২-১০-৮৯—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪ ধারার ৭নং উপধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছেঃ

তফসিল

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে, এল, নং	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	দক্ষিণ মাহাতাবপুর	৮০	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
২	চাঁদ কাশিমপুর	৯৪	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
৩	বসন্তের বাগ	১৫৯	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
৪	দিলার বাগ	১৬২	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
৫	রফিকপুর	১৯০	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
৬	জগিমন বাজপুর	১৯১	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
৭	এনায়েতপুর	২৫০	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
৮	উত্তর দূর্গাপুর	৮২	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
৯	পিয়ারাপুর	১০৭	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
১০	পূর্ব্ব জামিরতলি	১৫৯	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
১১	ছোট বল্লভপুর	১৯২	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
১২	জালিয়াকান্দি	১৯৮	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
১৩	দক্ষিণ চর লরেন্স	১১	রামগতি	লক্ষ্মীপুর
১৪	চর কাদিরা	২৩	রামগতি	লক্ষ্মীপুর
১৫	চর ঠিকা	২৬	রামগতি	লক্ষ্মীপুর
১৬	মানীকপুর	৩২	রামগতি	লক্ষ্মীপুর
১৭	বাথানিয়া	৩৪	ফেনী সদর	ফেনী
১৮	চর হকদি	৯৪	ফেনী সদর	ফেনী
১৯	বেতাগাঁও	১০২	ফেনী সদর	ফেনী
২০	পূর্ব্ব রাজনগর	১২৬	ফেনী সদর	ফেনী
২১	সালিফপুর	১৫	দাগনভূঞা	ফেনী
২২	দরাপপুর	৩৪	দাগনভূঞা	ফেনী
২৩	নামছিড়ুবা	৭৪	সোনাগাজী	ফেনী

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রফিকুল ইসলাম
যুগ্মসচিব।

অধিগ্রহণ শাখা-০২
এল. এ কেস নম্বরঃ ৫৭-(w)/১৯৬৩-৬৪
ফরম নং-ঘ
সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ০৩ এপ্রিল ২০১৭

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০২৪.১৫-৯৭—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে ; এবং যেহেতু, উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল ঃ

তফসিল

মৌজা-চাওড়া, জে. এল নং-৩০, সিট নং-১, উপজেলা-আমতলী, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৫	০.১৮
৬	০.৮৮
৭	০.৪৫
৮	০.৩৫
৩১	০.৬৩
৩২	০.২৪
৩৩	০.৪৭
৩৪	০.৪১
৩৫	০.১৬
৩৬	০.৫০
৩৭	০.১৬
৪৪	০.৪২
৪৫	০.১৬
৪৮	০.৭০
৪৯	০.৫৮
৫০	০.৭৫
৬৯	১.০৮
৬৯/১০৭৮	০.৫১
মোট জমির পরিমাণ= ৮.৬৩ একর	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ তাজুল ইসলাম মিয়া
উপসচিব।

এল. এ কেস নম্বরঃ ৮-(w)/১৯৬১-৬২
ফরম নং-ঘ
সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ০৩ এপ্রিল ২০১৭

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০২৪.১৫-৯৭—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে ; এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল ঃ

তফসিল

মৌজা-নলটোনা, জে. এল নং-৩৮, সিট নং-১, উপজেলা-বরগুনা, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১৭	০.৪৮

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
২৩	০.৩৭
২৪	০.২০
২৫	০.৩১
২৬	০.২৫
২৭	০.০৪
৪২	৩.৩০
৪৩	০.২১
৫১	১.৪২
৫২	১.৩৮
৫৩	১.১৬
৫৪	০.৭৬
৭১	১.২৫
৮১	০.৬২
৮২	০.৩১
৮৩	১.২৪
৮৪	০.৫৪
৮৬	০.৯৮
৮৮	০.০১
৯৮	০.৬১
১০০	০.২৪
১০৩	১.৪০
১০৪	০.১৫
১০৫	০.১২
১১০	০.০৮
১২৪	০.০৪
১৩০	০.৮২
১৩২	০.২৬
১৩৩	০.৩২
১৩৪	০.৪৩
১৩৫	০.১৮
১৩৭	০.২৬
১৩৮	০.২৩
১৩৯	০.২৬
১৪০	০.১৩
১৭২	০.০৩
১৭৩	০.০৬
১৭৪	০.১২
১৮০	০.৪১
১৮১	০.৩৮
১৮২	০.০৭
১৮৩	০.১০
১৮৫	০.২৪
১৯০	০.১৬
১৯১	০.১০
৩০১	০.০৫
৩০৪	০.০৩
৩০৬	০.১৮
৩০৭	০.০৫

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৩০৮	০.০৮
৩১০	০.১৫
৩১১	০.০৯
৩১৪	০.২৬
৩১৬	০.২৮
৩১৯	০.০৮
৩২৭	০.১৫
৩২৯	০.০১
৩৩১	০.১২
৩৩৬	০.৩২
৩৩৯	০.৬০
৩৪২	০.৫৮
৩৪৬	০.২১
৪২১	০.০৬
৪২২	০.০৪
৪২৫	০.১৩
৪২৯	০.০৮
৪৩০	০.০৭
৪৩৫	০.৩৩
৪৩৬	০.০৭
৪৩৯	০.১২
৪৪৪	০.১৪
৪৪৬	০.০৫
৪৪৯	০.০৭
৪৫২	০.০৫
৪৫৫	০.০৩
৪৫৬	০.০১
৪৬৪	০.০২
৪৬৫	০.০৩
৪৬৯	২.০৪
৪৭৬	১.৮৫
৪৭৮	০.১৮
৪৭৯	০.৪২
৪৮০	০.৫০
৪৮১	০.৪০
৪৯১	০.২৫
৪৯৩	০.৫২
৫০৫	০.৩৩
৫১১	০.০৬
৫২২	০.১৪
৫২৬	০.৩৪
৫৩৯	০.৩০
৫৫০	০.১০
৫৫২	০.১১
৫৫৩	০.৬৫
৫৫৭	০.১০
৫৫৮	০.১২
৫৫৯	০.১৩

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৫৬১	০.২৫
৬৫	০.১৮
১২২	০.০৩
১২৫	০.০৬
১২৮	০.২০
১৩১	০.৫৭
১৩৬	০.৬০
১৭৫	০.১৪
১৭৬	০.০৬
১৭৭	০.০৬
১৭৮	০.৪২
১৭৯	০.০২
১৮৬	০.৪৮
৩২৩	০.৫৭
৩২৫	০.৩৬
৩৩৩	০.২০
৩৩৪	০.২১
৩৩৫	০.২৫
৩৪০	০.২৯
৩৪১	০.৩৬
৪২৬	০.২১
৪২৭	০.২৭
৪৩২	০.৩০
৪৩৩	০.৩৫
৪৪২	০.৪৫
৪৪৩	০.৫৮
৪৪৭	০.১০
৪৪৮	০.১৯
৪৫৩	০.১৮
৪৫৪	০.২১
৪৬৬	০.১৯
৪৬৭	০.১১
৪৬৮	০.৮৪
৪৯২	০.২৬
৪৯৮	০.২৫
৫০৪	০.৫২
৫০৬	০.৩১
৫১০	০.৫৯
৫২৩	০.২৩
৫২৭	০.০৬
৫৩৬	০.২৬
৫৬০	০.৫০
৫৮৯	০.৪০
৫৯০	০.৩৪
৫৯১	০.২৯
৬০২	০.৫০
৬০৪	০.২৪
৬০৬	০.১৬

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৬১১	০.১১
৬১২	০.১৯
৬১৮	০.২৭
৬১৯	০.০৭
৬২৬	০.০৪
৬২৭	০.২৭
৬৩৭	০.৩৩
৬৪৪	০.০৮
৬৪৯	০.২৯
৬৫০	০.২০
৬৫৫	০.২০
৬৫৭	০.১৮
৬৬৩	০.২১
৬৬৪	০.২০
৬৭৪	০.২১
৬৭৫	০.০৮
৬৭৬	০.০৯
৬৮৮	০.১২
৭২১	০.৩৯
৭২২	০.১৪
৭২৪	০.৩৬
৭২৬	০.২৫
৭৩০	০.১০
৬৩৬	০.২৩
৯৯	০.০৪
১২৯	০.০৬
১৪১	০.১৭
১৪২	০.০২
১৪৩	০.০৬
১৮৪	০.০৯
১৮৭	০.০৫
১৮৮	০.০৯
১৮৯	০.০৪
১৯২	০.০৮
৩০৯	০.০২
৩১২	০.০১
৩১৩	০.০৪
৩১৭	০.০৩
৩১৮	০.০১
৩২০	০.১৪
৩২১	০.০২
৩২২	০.০৬
৩২৬	০.০৪
৩২৮	০.০২
৩৩২	০.১২
৩৩৮	০.০১
৪২৩	০.০২
৪২৪	০.০৩

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৪২৮	০.০২
৪৩১	০.০২
৪৩৪	০.১০
৪৩৮	০.০৪
৪৪০	০.০১
৪৪১	০.০৩
৪৭০	০.১৮
৪৭৫	০.০৮
৪৭৭	০.২২
৫০৭	০.০৩
৫০৮	০.০২
৫০৯	০.০৬
৫২৪	০.০৫
৫২৫	০.০৫
৫৩৫	০.০২
৫৩৭	০.০৩
৫৩৮	০.০৪
৫৪০	০.০৩
৫৪৯	০.০১
৫৫১	০.০২
৫৫৪	০.০৫
৫৫৬	০.০৪
৬০৫	০.০৮
৬২০	০.০৮
৬২৫	০.০৩
৬৫৬	০.০৪
৭২৩	০.১০
৭২৭	০.২২
৭০	০.০৬
৮৭	০.০৮
১০২	০.৮২
১২৬	০.৪২
১২৭	০.৫৬
৪৯৭	০.৪৭
৫১২	০.০৩
৫৮৮	০.৪৫
৬৪৩	০.১৭
৬৮১	০.২৬
৬৮২	০.৩৫
৬৮৭	০.১০
৬৮৯	০.৩৯
মোট জমির পরিমাণ= ৬১.০৫ একর	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ তাজুল ইসলাম মিয়া
উপসচিব।

এল. এ কেস নম্বরঃ ২২-(w)/১৯৬৪-৬৫
ফরম নং-ঘ
সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ০৩ এপ্রিল ২০১৭

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০২৪.১৫-৯৭—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে ; এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল ঃ

তফসিল

মৌজা-বুড়িরচর, জে. এল নং-২৩, সিট নং-৪, উপজেলা-বরগুনা, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৬০২১	০.০২
৬০২২	০.৫৮
৬০৫৪	০.০১
৬০৫৫	০.০৩
৬০৫৬	০.০৬
৬০৫৭	০.১৪
৬০৫৮	০.০৬
৬৩১১	০.০৩
৬৩১২	০.০৪
৬৩১৩	০.০৭
৬৩২০	০.১০
মোট জমির পরিমাণ= ১.১৪ একর	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ তাজুল ইসলাম মিয়া
উপসচিব।

এল. এ কেস নম্বরঃ ১১৬-(w)/১৯৬৪-৬৫
ফরম নং-ঘ
সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ০৩ এপ্রিল ২০১৭

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০২৪.১৫-৯৭—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে ; এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল ঃ

তফসিল

মৌজা-নলী, জে. এল নং-৩৭, সিট নং-২, উপজেলা- বরগুনা, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৫৬৭	০.২৬
৫৬৮	০.৩৪
৫৬৯	০.৬৭
৫৮১	০.৫০
৫৮২	০.০৪
৫৮৩	০.০৪
৫৮৪	০.১৬
৫৮৫	০.১৬
মোট জমির পরিমাণ= ২.১৭ একর	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ তাজুল ইসলাম মিয়া
উপসচিব।

এল. এ কেস নম্বরঃ ৫৯-(w)/১৯৬৫-৬৬
ফরম নং-ঘ
সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ০৩ এপ্রিল ২০১৭

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০২৪.১৫-৯৭—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে ; এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল ঃ

তফসিল

মৌজা-বরগুনা, জে. এল নং-৩০, সিট নং-১, উপজেলা-বরগুনা, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
৩০৯	০.০৭
৩১৫	০.০৪
৩১৬	০.২২
মোট জমির পরিমাণ= ০.৩৩ একর	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ তাজুল ইসলাম মিয়া
উপসচিব।

এল. এ কেস নম্বরঃ ১১০-(w)/১৯৬৮-৬৯
ফরম নং-ঘ
সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ০৩ এপ্রিল ২০১৭

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০২৪.১৫-৯৭—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) ৩ ধারার আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে ; এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল ঃ

তফসিল

মৌজা-সোনাখালী, জে. এল নং-১২, সিট নং-২, উপজেলা-আমতলী, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
১১৪২	০.০৬
১১৪৬	০.০৪
১১৪৭	০.৪৯
১১৪৮	০.০৬
১১৪৯	০.০৮
১১৫০	০.০৬
১১৫১	০.১০
১১৫২	০.০৫
১১৫৩	০.০৮
১১৫৪	০.০২
১১৫৭	০.০১
১১৬৫	০.৪৮
১১৬৬	০.৪০
১১৬৮	০.৪৮
১১৭৪	০.১৩
১১৭৬	০.৩৮
১১৭৭	০.০৩
মোট জমির পরিমাণ= ২.৯৫ একর	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ তাজুল ইসলাম মিয়া
উপসচিব।

এল. এ কেস নম্বরঃ ৪৫-(w)/১৯৭৩-৭৪
ফরম নং-ঘ
সম্পত্তি হুকুম দখল আইনের ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ০৩ এপ্রিল ২০১৭

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.০২৪.১৫-৯৭—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইনের (১৯৪৮ সালের ১৩নং আইন) ৩ ধারার

আদেশ মোতাবেক হুকুম দখল করা হয়েছে ; এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে ;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হল ঃ

তফসিল

মৌজা-শারিকখালী, জে. এল নং-২৩, সিট নং-৩, উপজেলা-আমতলী, জেলা-বরগুনা।

দাগ নম্বর	অধিগ্রহণকৃত জমি (একর)
২২৭৭	০.৯০
২২৭৮	০.১২
২২৮৮	২.৫০
২২৮৯	০.০৩
২২৯০	০.০২
২২৯২	০.০৫
২২৯৩	০.৬২
২২৯৪	১৩.৩১
২২৯৫	০.৩৮
২২৯৬	০.২০
২২৯৭	০.৬১
২৩১০	১.০০
২৩১২	০.১২
২৩১৩	০.১৫
২৩১৫	০.২১
২৩১৬	০.৪৬
২৩১৭	০.১৬
২৩২০	০.০৮
২৩২১	০.৫৭
২৩২২	২.৯৩
২৩২৩	০.৩০
২৩২৪	০.৭৯
২৩২৬	০.১০
২৩২৭	০.১১
২৩২৮	০.৩৩
২৩২৯	০.৭০
২৩৩০	০.১০
২৩৩১	০.১০
২৩৩২	০.১২
২৩৩৫	০.১৬
২৩৩৬	০.০৩
মোট জমির পরিমাণ= ১৫.২৬ একর	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ তাজুল ইসলাম মিয়া
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৬ চৈত্র ১৪২৩/৩০ মার্চ ২০১৭

নং ৪৬.০৪৫.০২৭.০৮.১২৫.১২৫.২০১৭-৩২৩—যেহেতু, জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান, চেয়ারম্যান, সালথা উপজেলা পরিষদ, ফরিদপুর এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সালথা থানার মামলা নং-২৮০/০৯ (দণ্ডবিধি ৩০২/১৪৯) এর অভিযোগপত্রটি গত ২২-০৮-২০১৬ তারিখে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়েছে ;

যেহেতু, জনাব মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান, চেয়ারম্যান, সালথা উপজেলা পরিষদ, ফরিদপুর এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় তাঁর দ্বারা উপজেলা পরিষদের ক্ষমতা প্রয়োগ জনস্বার্থের, পরিপন্থি মর্মে সরকার মনে করে;

সেহেতু, উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংশোধিত] এর ১৩খ(১) ধারা অনুসারে ফরিদপুর জেলার সালথা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব
মোঃ ওয়াহিদুজ্জামানকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হ'ল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হ'ল এবং অবিলম্বে তা কার্যকর হবে।

লুৎফুন নাহার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২১ চৈত্র ১৪২৩/০৪ এপ্রিল ২০১৭

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০০৪.১৬-৩৯৩—যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ সামচুল হক খান, পিতা মৃত মিনহাজ উদ্দিন খান, সাং-সম্ভুপুর, ডাকঘর-বেড়া, উপজেলা-বেড়া, জেলা-পাবনা, বেড়া পৌরসভার ০৪নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর; এবং

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে বেড়া থানার মামলা নং-১৮, তারিখ: ২৭-০৮-২০১৫ (চার্জশিট নম্বর-৫৩, তারিখ ২২-০৩-২০১৬), মামলা নম্বর-১৭, তারিখ: ৩১-০৮-২০১৫ (চার্জশিট নম্বর-৫২ ও ৫২(ক), তারিখ ২২-০৩-২০১৬) এবং মামলা নম্বর-২৩, তারিখ: ৩১-০৮-২০১৫ (চার্জশিট নম্বর-৫৪, তারিখ ২২-০৩-২০১৬) নং মামলায় অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়েছে ; এবং

যেহেতু, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (১) মোতাবেক পৌরসভার মেয়র অথবা কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলায় অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হলে তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার বিধান রয়েছে;

সেহেতু, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আপনি জনাব মোঃ সামচুল হক খান, ৪নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর, বেড়া পৌরসভা, পাবনা'কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুর রউফ মিয়া
উপসচিব।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১৭ বৈশাখ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/৩০ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৩.৭৫৯.০১৪.১৫.০০.০১৮.২০১৬-৯০৬—নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার নিম্নোক্ত মৌজায় মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন নামে বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের অনুমোদন ও লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য জনাব মোস্তফা কামাল, চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান মেঘনা প্রপার্টিজ লিঃ, ইউনাইটেড মিনারেল ওয়াটার এন্ড পিইটি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন লিঃ, মেঘনা বেভারেজ লিঃ, তানভীর পেপার মিলস লিঃ, মেঘনা পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ, ফ্রেশ ভিলা, হাউজ-১৫, রোড-৩৪, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২ নিজস্ব মালিকানা দাবি করে ভূমির তফসিল ও ম্যাপসহ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা এর নির্বাহী চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করেছেন। নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত তাদের দাবিকৃত মালিকানাধীন জমির পরিমাণ ৭১.৯০২০ একর। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপিত হলে তদ্দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন এমন কোন ব্যক্তি এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সচিব, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিডিবিএল ভবন, লেভেল-১৫, ১২ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ ঠিকানায় মতামত দাখিল করতে পারবেন। উক্ত স্থানে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের জন্য অনুমোদিত মাস্টার প্লান অনুযায়ী পরিকল্পিভাবে ভূমি উন্নয়নসহ শিল্পকারখানা স্থাপন করা হবে। এদ্ব্যতীত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, পানি শোধনাগার, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ((ETP) স্থাপন করা হবে।

তফসিল-১

মালিকানা কোম্পানির নাম: মেঘনা প্রপার্টিজ লিঃ, ইউনাইটেড মিনারেল ওয়াটার এন্ড পিইটি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন লিঃ, মেঘনা বেভারেজ লিঃ, তানভীর পেপার মিলস লিঃ, মেঘনা পাল্প এন্ড পেপার মিলস লিঃ

জেলা: নারায়ণগঞ্জ, উপজেলা: সোনারগাঁও, মৌজা: ছোটশীলমান্দি, জে.এল.নং-২১১

আর.এস. খতিয়ান নং: ৪, ৭, ১০, ১৩, ২০, ২৩, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৯, ৪০, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫২, ৫৩, ৫৫, ৫৭, ৫৯, ৬১, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২

মোট ৩১টি খতিয়ান

আর.এস. দাগ নং: ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১(আংশিক), ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২৩, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১১১/১৬১

মোট ৫২টি দাগ এবং জমির পরিমাণ-১৮.৮৬০০ একর

চৌহদ্দি : উত্তরে-কামারগাঁও মৌজা, দক্ষিণে-মোগড়াপাড়া গ্রাম, পূর্বে-ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, পশ্চিমে-ঝগড়াখোলা মৌজা।

নিবন্ধন নম্বর ও সাল: ১১০২৯/১৫, ১২১৮৮/১৫, ১২২৮/১১, ১৩৩৫৩/১৪, ১৪১২৭/১৫, ১৫৮০৬/১৪, ১৬৪০১/১১, ১৭০৭৭/১১, ১৮৯৯/১৬, ১৯০৭/১৬, ২০২২১/১১, ২০২৬৪/১১, ২০৯২/১৫, ২৪৩৭৯/১১, ২৭৮৭/১৬, ৩০২৮/১৬, ৬১৮১/১১, ৭৩০৩/১২, ৮২২২/১৫, ৮২২৬/১৫, ৮২৬/১৩, ৮৫৯৭/১১, ৮৬৯/১৬, ৯৪৩৫/১১

তফসিল-২

মালিকানা কোম্পানির নাম : মেঘনা প্রপার্টিজ লিঃ

জেলা: নারায়ণগঞ্জ, উপজেলা: সোনারগাঁও, মৌজা: মল্লিকের পাড়া, জে.এল. নং-১৭৬

আর.এস. খতিয়ান নং: ৩, ৪, ১৭, ২৬

মোট ৪টি খতিয়ান

আর.এস. দাগ নং: ৬৬, ৬৭, ৭৪, ৭৫, ৭৬

মোট ৫টি দাগ এবং জমির পরিমাণ-১.৭৪০০ একর

চৌহদ্দি: উত্তরে-এস. এ. লেদার ফ্যাক্টরী, দক্ষিণে-ছোট শীলমান্দি মৌজা, পূর্বে-ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, পশ্চিমে-কামারগাঁও মৌজা

নিবন্ধন নম্বর ও সাল: ৬১৮২/১১

তফসিল-৩

মালিকানা কোম্পানির নাম : ইউনাইটেড মিনারেল ওয়াটার এন্ড পিইটি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন লিঃ, মেঘনা বেভারেজ লিঃ, তানভীর পেপার মিলস লিঃ, মেঘনা পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ

জেলা: নারায়ণগঞ্জ, উপজেলা: সোনারগাঁও, মৌজা: ঝগড়াখোলা, জে.এল. নং-২১৩

আর.এস. খতিয়ান নং: ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২

মোট ২৯টি খতিয়ান

আর.এস. দাগ নং: ১, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮ (আংশিক), ১৯, ২০, ২১(আংশিক), ২২(আংশিক), ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬০

মোট ৫০টি দাগ এবং জমির পরিমাণ-১৩.৮৭০৪ একর

চৌহদ্দি: উত্তরে-কামারগাঁও মৌজা, দক্ষিণে-মোগড়াপাড়া গ্রাম, পূর্বে-ছোট শীলামান্দি মৌজা, পশ্চিমে-শীলামান্দি মৌজা।

নিবন্ধন নম্বর ও সাল: ১৭২৮৬/১৪, ১০৮৫১/১৫, ১১০৩০/১৫, ১১০৬৯/১৬, ১১১৮৯/১৬, ১১৫২৮/১৫, ১১৭২৭/১৫, ১১৮৩২/১৫, ১২১০৭/১৫, ১২১০৮/১৫, ১২১৮৭/১৫, ১২৪৬৩/১৫, ১২৭৪৫/১১, ১২৮৯৫/১৫, ১৩৮৫০/১৬, ১৪১২৫/১৫, ১৪১২৮/১৫, ১৫১৫২/১৫, ১৫১৫৩/১৫, ১৬১৬২/১৬, ১৮০৬/১১, ২০২৬৫/১১, ২০২৬৬/১১, ২০৫৭৪/১০, ২০৬২১/১০, ২২০১/১৬, ৪২৭৮/১৬, ৪২৮৩/১৬, ৫২৫৫/১১, ৫৫৬৪/১৫, ৫৭২৩/১৫, ৫৭২৭/১৬, ৫৭৫০/১৫, ৫৮১০/১৬, ৫৯৯৯/১১, ৬২০৩/১৫, ৬২৪৪/১১, ৭৬১৮/১৫, ৮২৫/১৩, ৮৪৪৭/১৫, ৮৭১/১৬, ৯৬১১/১৪, ৯৬৬৮/১৪

তফসিল-৪

মালিকানা কোম্পানির নাম : মেঘনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন লিঃ, মেঘনা বেভারেজ লিঃ, তানভীর পেপার মিলস লিঃ, মেঘনা পাল্প এন্ড পেপার মিলস্ লিঃ

জেলা: নারায়ণগঞ্জ, উপজেলা: সোনারগাঁও, মৌজা: কামারগাঁও, জে.এল. নং-২১২

আর.এস. দাগ নং: ৪, ৯, ১৯, ২১

মোট ৪টি খতিয়ান

আর.এস.দাগ নং : ১৭, ২৫, ১০৪

মোট ৩ টি দাগ এবং জমির পরিমাণ-০.৯২৯৫ একর

চৌহদ্দি : উত্তরে-কামারগাঁও গ্রামের সড়ক, দক্ষিণে-ঝগড়াখোলা মৌজা, পূর্বে-মল্লিকের পাড়া মৌজা, পশ্চিমে-সতরাজদী মৌজা।

নিবন্ধন নম্বর ও সাল : ১৩০৫৭/১১, ১৪৯৩১/১২, ১৪৯৮৬/১৫, ৪৮৫৮/১৬, ৪৮৫৮/১৬, ৬০৪৬/১৬, ৬০৪৬/১৬, ৬১৩০/১২, ৬২১২/১২, ৭৩৩৯/১৫, ৭৯৯৩/১৬, ৮০৬১/১৩, ৮২৯৫/১৫, ৮২৯৬/১৫, ৯৩২৬/১৬।

তফসিল-৫

মালিকানা কোম্পানির নাম : মেঘনা ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন লিঃ, মেঘনা বেভারেজ লিঃ

জেলা : নারায়ণগঞ্জ, উপজেলা : সোনারগাঁও, মৌজা : শীলমান্দি, জে.এল.নং-২১৪

আর.এস.খতিয়ান নং : ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯

মোট ২৫ টি খতিয়ান

আর. এস. দাগ নং : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৯, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯ (আংশিক), ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৫০, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬ (আংশিক)

মোট ৪৯ টি দাগ এবং জমির পরিমাণ-১৫.৬৩১৩ একর

চৌহদ্দি : উত্তরে-শতরাজদী মৌজা, দক্ষিণে-মোগড়াপাড়া গ্রাম, পূর্বে-ঝগড়াখোলা মৌজা, পশ্চিমে-জগৎদী মৌজা।

নিবন্ধন নম্বর ও সাল : ১১০৭০/১৬, ১১৩১/১৫, ১১৮৬/১৬, ১২৪৬৪/১৫, ১২৬১২/১৬, ১২৮৯/১৫, ১২৮৯৬/১৫, ১৩০৪২/১৫, ১৪১২৬/১৫, ১৪১২৯/১৫, ১৫১৫১/১৫, ১৫১৮৬/১৫, ১৬১৫৭/১৬, ১৬৫৪১/১৫, ১৬৬৯৬/১৫, ২২০০/১৬, ৩০১২/১৬, ৩৬২/১৬, ৪২৭৫/১৬, ৪২৮১/১৬, ৪২৮২/১৫, ৪৪৩/১৬, ৪৬০৫/১৬, ৫০৮৮/১৬, ৫৩৭/১৭, ৫৫৬১/১৫, ৫৫৬৩/১৫, ৫৮৭৮/১৬, ৬২০৬/১৫, ৬৭৩৩/১৫, ৬৭৫২/১৫, ৭৯৯২/১৬, ৮১৭৭/১৫, ৮৪৪৮/১৫, ৮৭২/১৬

তফসিল-৬

মালিকানা কোম্পানির নাম : মেঘনা ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন লিঃ, মেঘনা বেভারেজ লিঃ

জেলা : নারায়ণগঞ্জ, উপজেলা : সোনারগাঁও, মৌজা : জগৎদী, জে.এল.নং-২১৭

আর.এস.খতিয়ান নং : ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৩

মোট ২০ টি খতিয়ান

আর. এস. দাগ নং : ২, ৩, ৫ (আংশিক), ৬ (আংশিক), ৭, ৮, ৯, ১০, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২০, ২১, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯, ৩০, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬

মোট ৩৪ টি দাগ এবং জমির পরিমাণ-১০.৮০৯০ একর

চৌহদ্দি : উত্তরে-মিঠাদী মৌজা, দক্ষিণে-মোগড়াপাড়া গ্রাম, পূর্বে-শীলমান্দি মৌজা, পশ্চিমে-মিঠাপুর মৌজা।

নিবন্ধন নম্বর ও সাল : ১০৯২৭/১৫, ১০৯৩৩/১৫, ১০৯৩৪/১৫, ১১৩৮৮/১৫, ১১৫৫৫/১৫, ১৩০০/১৭, ১৩০২/১৭, ১৩০২/১৭, ১৩০৩/১৭, ১৩০৪১/১৫, ১৩০৪৩/১৫, ১৬১৫৬/১৬, ১৬১৫৮/১৬, ১৭১৫৯/১৫, ২৩৭১/১৬, ২৬০৩/১৬, ৩০৩১/১৫, ৩০৭৩/১৬, ৪২৭৮/১৬, ৪৮৫৯/১৬, ৫০৮৯/১৬, ৫৫৬০/১৫, ৫৭৪৯/১৬, ৬০৪৭/১৬, ৬২০৫/১৫, ৬২১৭/১৫, ৬৪০৪/১৬, ৬৭৪৯/১৫, ৮৬৮/১৬, ৯১০৫/১৫, ৯১০৬/১৫, ৯৩২৬/১৬, ৯৩৭৩/১৬

তফসিল-৭

মালিকানা কোম্পানির নাম : মেঘনা ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন লিঃ, মেঘনা বেভারেজ লিঃ

জেলা : নারায়ণগঞ্জ, উপজেলা : সোনারগাঁও, মৌজা : সতরাজদী, জে.এল.নং-২১৫

আর.এস.খতিয়ান নং : ২, ৩, ৫, ৭, ৯, ১০, ১৬, ১৭, ২১, ২২, ২৬

মোট ১১ টি খতিয়ান

আর. এস. দাগ নং : ৪১, ৪২, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩ (আংশিক), ৫৪, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯ (আংশিক), ৬০, ৬১, ৬২, ৬৪, ৬৫, ৬৬

মোট ২২ টি দাগ এবং জমির পরিমাণ-৪,৮৪৫০ একর

চৌহদ্দি : উত্তরে- কামারগাঁও গ্রামের সড়ক, দক্ষিণে-শীলমান্দি মৌজা, পূর্বে-কামারগাঁও মৌজা, পশ্চিমে-কামারগাঁও গ্রাম।

নিবন্ধন নম্বর ও সাল : ১১০৬৩/১৬, ১২২৭৩/১৫, ১৩৬৫১/১৬, ১৩৮৫৩/১৫, ১৪৪৮০/১৫, ১৪৪৮৮/১৫, ১৪৯৯৮/১৫, ১৫১৮৭/১৫, ১৬৪৫০/১৫, ১৬৪৫৬/১৫, ২১৯২/১৬, ৩৫৭/১৬, ৪২৮০/১৬, ৬২০৪/১৫, ৬২৫২/১৬, ৬২৬৯/১৬, ৬২৮১/১৫, ৬২৮২/১৫, ৬২৮৩/১৫, ৬৫৪১/১৬, ৬৭৫১/১৫, ৬৭৯১/১৬, ৭০০৪/১৫, ৮২৯৪/১৫, ৮২৯৮/১৫

তফসিল-৮

মালিকানা কোম্পানির নাম : মেঘনা ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন লিঃ

জেলা : নারায়ণগঞ্জ, উপজেলা : সোনারগাঁও, মৌজা : মিঠাদী, জে.এল.নং-২১৬

আর.এস.খতিয়ান নং : ২, ৩, ৪, ৫, ৮, ৯, ১০, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬

মোট ১১ টি খতিয়ান

আর. এস. দাগ নং : ২ (আংশিক), ৩, ৬, ৭, ৯ (আংশিক), ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ (আংশিক), ২১, ২৩, ২৫, ২৬, ২৭

মোট ২০ টি দাগ এবং জমির পরিমাণ-৪,৯৬৬৮ একর

চৌহদ্দি : উত্তরে- কামারগাঁও গ্রামের সড়ক, দক্ষিণে-জগৎদী মৌজা, পূর্বে-শীলমান্দি মৌজা, পশ্চিমে-কামারগাঁও গ্রাম।

নিবন্ধন নম্বর ও সাল : ১১১৩৭/১৬, ১২০৪২/১৬, ১২৬৮৭/১৬, ১৩৮৫১/১৬, ১৪০৫০/১৬, ১৪০৫১/১৬, ১৪০৫২/১৬, ২১৮৫/১৭, ৪২০৫/১৬, ৪৮৫১/১৬, ৫৬১১/১৬, ৫৮০৯/১৬, ৬৫৪৯/১৬, ৬৫৫৬/১৬, ৭৩৩৮/১৬, ৭৯৯৯/১৬, ৮৭০/১৬, ৯২৭৯/১৬

তফসিল-৯

মালিকানা কোম্পানির নাম : মেঘনা ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ইকোনমিক জোন লিঃ

জেলা : নারায়ণগঞ্জ, উপজেলা : সোনারগাঁও, মৌজা : রতনদী, জে.এল.নং-২২৫

আর.এস.খতিয়ান নং : ২৮১

মোট ০১ টি খতিয়ান

আর. এস. দাগ নং : ০২

মোট ০১ টি দাগ এবং জমির পরিমাণ-০.২৫ একর

চৌহদ্দি : উত্তরে- মোগড়াপাড়া গ্রাম, দক্ষিণে-মোগড়াপাড়া গ্রাম, পূর্বে-ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, পশ্চিমে-ছোট শীলমান্দি মৌজা।

নিবন্ধন নম্বর ও সাল : ১২১৮৮/১৫

মোট জমির পরিমাণ : (১৮.৮৬০০+১.৭৪০০+১৩.৮৭০৪+০.৯২৯৫+১৫.৬৩১৩+
১০.৮০৯০+৪.৮৪৫০+৪.৯৬৬৮+০.২৫০০) = ৭১.৯০২০ একর।

মোহাম্মদ আইয়ুব
সচিব।